স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ

শ্রীপদ্মনাথ ভট্টাচার্য্য
প্রণীত

এস্, কে, লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৪নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মূল্য আট আনা

Printed and published by J. C. Ghosh at the Cotton Press.
57, Harrison Road, Calcutta,
for Messrs S. K. Lahiri & Co.

মুখবন্ধ।

পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের স্বর্গারোহণের কিছুদিন পরেই "ভারতবর্ষ" পত্রে (আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৬ সালে) আমার নিকট লিখিত তদীয় "পত্রাবলী" প্রকাশিত করি। তারপরে "অর্চ্চনা" পত্রিকায় (১৩৩২ সালের আষাঢ় ও ভাদ্র সংখ্যায়) তদীয় পুণ্যস্মৃতি* প্রকাশিত হয়।

তাঁহার জীবিত থাকার সময়ে 'নব্যভারতে' (মাঘ ১৩২৩) "বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলন" শীর্ষক প্রবন্ধে প্রসঙ্গতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইদানীং বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তন কিরূপে কাহারদ্বারা হইয়াছে এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করি। সেই আলোচনাংশ সুপ্রসিদ্ধ 'প্রবাসী' পত্রে (চৈত্র ১৩২৩) "বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে ?" এই শিরোনামে উদ্ধৃত হইয়াছিল। ইহাতে স্যর গুরুদাস যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তনার্থ নানা ভাবে সবিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন তাহাই প্রমাণিত হইয়াছে।

এইগুলি সংগ্রহ করিয়া "স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ" প্রকাশিত হইল।

* ইহা প্রথমতঃ বারাণসীস্থ সাহিত্য পরিষৎ শাখার এক অধিবেশনে পঠিত হইয়াছিল।

পরন্তু এই সকল হইতে যদিও স্যর গুরুদাসের চরিত্র মাহাত্ম্য, তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্য, বিষয় বিশেষে তদীয় অভিমত ইত্যাদি কিয়ৎ পরিমাণে জানিতে পারা যায়, তথাপি তাঁহার আদর্শ জীবনের ঘটনাবলীর ধারাবাহিক বৃত্তান্ত—তাঁহার শিক্ষা দীক্ষা কাজ কর্ম্মের বিবরণ—তাঁহার সন্তান সন্ততির কথা—এইসব অতি অল্পই অবগত হওয়া যায়। এই নিমিত্ত ঐ সকল বিষয় সমন্বিত তাঁহার জীবন চরিত অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিয়া ইহাতে সর্ব্বাদৌ সংযোজিত করিয়া দেওয়া হইল।

এস্থলে কৃতজ্ঞতা সহকারে বিজ্ঞাপিত করিতেছি যে স্যর গুরুদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র—তদীয় গুণগ্রামের ভূরিভাগের অধিকারী—শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় হইতে নানা প্রকারে সাহায্য লাভ করিয়াছি। "পত্রাবলী"র উপসংহারে এবং "পুণ্যস্মৃতির" অনেকস্থলে তাঁহার লেখা উদ্ধৃত হইয়াছে। "জীবন চরিত" লিখিবার কালেও তাঁহার নিকট হইতে অনেক কথা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে। এই পুস্তক প্রকাশ বিষয়েও তাঁহার উপদেশে উপকৃত হইয়াছি।

কাশীধাম
শকাব্দাঃ ১৮৫০।

ইতি—
শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মণঃ



অসুলভগুণযুক্তং ধর্ম্ম্যবর্ত্মানুরক্তং
নিখিলবুধবরেণ্যং বন্দ্যবংশাবতংসম্ ।
নৃপতিবিহিতমানং কীর্ত্তিমন্তং মহান্তং
গুরুমিব গুরুদাসং ভক্তিপূর্ব্বং স্মরামঃ ।

স্যর গুরুদাস প্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়।

স্যর গুরুদাসের সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত।

কলিকাতার উপকণ্ঠে নারিকেল ডাঙ্গায় ৺স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইং ১৮৪৪ সনে ২৬শে জানুয়ারি (শকাব্দ ১৭৬৫—১৪ মাঘ) তারিখে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বংশের আদি নিবাস ২৪ পরগণার অন্তর্বর্ত্তী 'বড়ে' গ্রামে ছিল। গুরুদাসের পিতামহ মাণিক চন্দ্র কলিকাতায় অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত আগমন করিয়া নারিকেল ডাঙ্গায় গৃহাদি নির্ম্মাণ পূর্ব্বক সপরিবারে অবস্থান করেন। পিতা রামচন্দ্রও কলিকাতায় চাকরী গ্রহণ করেন। তাঁহার বিবাহও কলিকাতায় শ্যাম পুকুরে রামকানাই গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা সোনামণি দেবীর সহিত হয়। বর্ত্তমানে যেখানে স্যর গুরুদাসের বাড়ী ঐ খানেই পৈতৃক বাস ভবনও ছিল।

গুরুদাসের বয়স যখন মাত্র ৪ বৎসর তখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতা রামচন্দ্র সুপুরুষ ধর্ম্মিষ্ঠ এবং মিষ্ট-

ভাষী ছিলেন। হস্তাক্ষর তাঁহার অতি সুন্দর ছিল। গুরুদাস পিতার এই সব গুণের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। কিন্তু যে সকল গুণের জন্য গুরুদাস স্মরণীয় এবং সর্ব্বজন বন্দনীয় হইয়াছিলেন—ঐ সকলের নিমিত্ত তিনি সর্ব্বতোভাবে তদীয় মাতৃদেবীর নিকটেই ঋণী। মাতা সোনামণি প্রকৃতই দেবীস্বরূপা ছিলেন। ব্রহ্মচারিণী বিধবার কঠোর ধর্ম্মানুষ্ঠান তিনি যথাযথ সম্পাদন করিতেন। বাল্যাবধি গুরুদাস এই সংযত জীবন আদর্শ স্বরূপ পাইয়াছিলেন। মাতা সোনামণি অতীব বুদ্ধিমতী ছিলেন—পুত্রের কিসে হিত হইবে তাহা তিনি সম্যক্ অবধারণ করিয়া তদনুরূপ আচরণ করিতে তাঁহাকে সর্ব্বদাই উপদেশ দিতেন। পুত্রের ব্যবহারে যদি কদাপি কিছু ক্রটী লক্ষিত হইত তিনি কঠোর ভাবে তাহার সংশোধন করিতেন। গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন "শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে" গুরুদাস তাদৃশ "যোগভ্রষ্ট"ই ছিলেন—তাই সাধু মাতাপিতা লাভ করিয়া পরিণামে পুণ্যশ্লোক হইতে পারিয়াছিলেন।

পঞ্চম বর্ষে যথারীতি বিদ্যারম্ভের পর গুরুদাস পল্লীস্থ পাঠশালায় জননীকর্ত্তৃক শিক্ষার্থ প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অধিক দিন এ স্থানে পড়া চলিল না। অতঃপর কিছুকাল জেনারেল এসেম্ব্লিজ্ ইন্‌ষ্টিটিউশনে এবং গৌরমোহন আঢ্যের ওরিয়েণ্টেল্ সেমিনারি ব্রাঞ্চ স্কুলে অধ্যয়ন করিয়া অবশেষে হেয়ার সাহেবের স্কুলের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন।

ঐ স্কুল পটলডাঙ্গায় ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীটে ছিল।

বাড়ী (নারিকেলডাঙ্গা) হইতে এতটা দূর যাতায়াত বড় কম কথা নহে—কিন্তু গুরুদাস কদাপি বিদ্যালয়ে যথাসময়ে উপস্থিত হইতে অবহেলা করেন নাই। এখানে আসিয়া তিনি এত গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন এবং পরীক্ষাদিতে এমন কৃতিত্ব প্রদর্শন করিলেন যে অষ্টম শ্রেণী হইতে পঞ্চম শ্রেণীতে এবং পর বৎসর পঞ্চম শ্রেণী হইতে প্রথম হইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন পাইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনি যখন যে ক্লাসে পড়িতেন তাহাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র রূপে পরিগণিত হইতেন।

১৮৫৯ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া তিনি ১৮৬০ অব্দে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। ঐ কলেজ হইতে ১৮৬২ অব্দে এফ্ এ, এবং ১৮৬৪ অব্দে বি এ, পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হন। ১৮৬৫ অব্দে গণিতে এম্ এ পরীক্ষায়ও প্রথম স্থান অধিকার করিয়া (প্রথম শ্রেণীতে) পাস্ হন। ১৮৬৬ অব্দে বি এল্ পরীক্ষায়ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম হইয়া পাস্ করিয়া স্বর্ণপদক পুরস্কার পান।

নিয়মমত লেক্‌চার শুনিয়া পরীক্ষা দিবার কার্য্য এখানেই শেষ হইল। এখন কর্ম্ম জীবন আরম্ভ হইল। ইতোমধ্যে বি এ পাস্ করিবার পরে এবং বি এল পাস্ করিবার পূর্ব্বে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে এবং জেনারেল এসেম্ব্লিতে অধ্যাপকের কর্ম্ম করিয়াও সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৮৬৬ অব্দে বহরমপুরে ল লেক্‌চারার নিযুক্ত হইয়া সঙ্গে

সঙ্গে সেখানে ওকালতী করিবার জন্য বাড়ী ছাড়িয়া এই প্রথম বিদেশ গমন করিলেন। জননী প্রতিজ্ঞা করাইলেন—মাসিক ১০০৲ টাকা আয় হইতে পারে এমন সম্পত্তি অর্জ্জিত হইলেই বাড়ী আসিয়া বসিতে হইবে।

এখানে উল্লেখ আবশ্যক যে এণ্ট্রানস্ পাসের অল্পপরেই গুরুদাসের বিবাহ হয়। বি এল পাসের পূর্ব্বেই প্রথম সন্তান একটী কন্যা জন্মে। যাঁহারা মনে করেন বাল্য বিবাহে পড়া শুনার অনিষ্ট হয় তাঁহাদের এই ব্যাপারে আশ্চর্য্যবোধ হইতে পারে; কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে ছেলে এবং অভিভাবকের চাল চরিত্রের উপরেই বাল্য বিবাহের ফলাফল নির্ভর করে। বরং অনেক সময় ঐ রূপ বিবাহে অসংযমের পথ রুদ্ধ হইয়া কল্যাণ হইবারই সম্ভাবনা। নভেল পড়িয়া থিয়েটার বায়োস্কোপ দেখিয়া চা চুরুট ডিম্ব মাংসাদি খাইয়া আজ কালকার অবিবাহিত কলেজের ছাত্রের স্বাস্থ্য ও প্রকৃতি যে সচরাচর স্পৃহণীয় গোচের হইতেছে ইহা স্বীকার করিতে পারি না। শুনিয়াছি পাঠদ্দশায় গুরুদাস পাঠ্য পুস্তক ব্যতীত নাটক নভেল পড়েন নাই। আর আদর্শ ব্রহ্মচারিণী জননী যে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রূপে বিরাজমানা ছিলেন সেখানে আহার বিহার প্রভৃতি সমস্ত ব্যাপারেই যে একটা সংযম ছিল তাহা বলাই বাহুল্য। স্যর গুরুদাসের পুত্র পৌত্রেরাও অল্প বয়সে পড়াশুনার সময়েই বিবাহ করিয়াছেন —অথচ কি স্বাস্থ্যে কি চরিত্রে কি শিক্ষা দীক্ষায় তাঁহারা সকলেই প্রশংসনীয়।

বহরমপুরে গুরুদাস বাবু কেবল উকীল ও আইন অধ্যাপক ছিলেন না, তাঁহাকে কলেজের গণিত শাস্ত্রেরও অধ্যাপনা করিতে হইত। আবার তিনি সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। পঠদ্দশায় কলেজে সংস্কৃত পড়েন নাই তবে বাড়ীতে কোনও পণ্ডিতের নিকট সামান্য সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। এখন এই অবস্থায় সংস্কৃত রীতিমত পড়িতে আরম্ভ করিয়া তাহাতেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

১৮৬৮ অব্দে সর্ব্ব প্রথম প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পরীক্ষা গৃহীত হয়। তখন গুরুদাস বাবু ওকালতীতে যোগদান করিয়া দুইবৎসর কাল প্র্যাকটিস্ করিলেও ঐ পরীক্ষাটা দিবার জন্য কয়েক দিনের মাত্র ছুটি নিয়া কলিকাতায় যান। বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায় নামক এক প্রতিভাবান্ ছাত্র সেবার ঐ বৃত্তি পান— কিন্তু গুরুদাস বাবু তাঁহার অপেক্ষা মোটের উপর অধিক নম্বর পাইয়াছিলেন—পরন্তু দুএকটি বিষয়ে শতকরা ৪০এর কম নম্বর পাওয়াতে ঐ বিষয় গুলির নম্বর সমষ্টিতে যোগ না হওয়ায় আশুতোষই প্রথম হইয়া বৃত্তি পান।* উত্তরকালে তিনি বলিতেন যে ভগবান্ যাহা করেন সমস্তই আমাদের পরিণামে মঙ্গলের জন্য, এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের থাকা উচিত। যদি তিনি প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাইতেন, শীঘ্রই বহরমপুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতা হাইকোর্টে

* এই আশুতোষ যে সুপ্রসিদ্ধ স্যর আশুতোষ নহেন তাহা বলাই বাহুল্য ; স্যর আশুতোষ ১৮৮৬ অব্দে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পান।

আসিতেন; তাহা হইলে এখানে তাঁহার প্র্যাক্‌টিসের তাদৃশ বৃদ্ধি হইত না। অধিকন্তু তিনি রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের নিকট যে সংস্কৃত শিক্ষা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহাও অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইত।

বহরমপুরে তাঁহার ওকালতীতে দিন দিন পসারের বৃদ্ধি হইয়াছিল—তাঁহার প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মুর্শিদাবাদের নবাবসরকারও তাঁহাকে ঐ নবীন বয়সেই উকীল নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওকালতীতে সভত ন্যায় পক্ষাবলম্বন করিয়া চলিলেও অর্থার্জ্জন তিনি যথেষ্টই করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও জায়গা জমি নিলামে ডাকিয়া জমিদারী অর্জ্জনের চেষ্টা করেন নাই, অথবা কুসীদের প্রলোভনে টাকা লগ্নীর কারবারেও প্রবৃত্ত হন নাই।

বহরমপুরে তখন অনেক প্রসিদ্ধ সাহিত্যসেবীর সমাগম হইয়াছিল—তন্মধ্যে অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়, তাঁহার পিতা সাহিত্যরসিক গঙ্গাচরণ সরকার মহোদয় প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া গুরুদাস বাবু "নবরত্ন সভা" গঠন করেন। জজ কোর্টের সেরেস্তাদারের কামরায় ইহার অধিবেশন হইত, তাই ঐ সেরেস্তাদার 'বিক্রমাদিত্য' হন—গঙ্গাচরণ বাবু 'কালিদাস' এবং গুরুদাস বাবু 'বররুচি' হইয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সভায় যেমন সমস্যাপূরণ ইত্যাদি হইত ইহাতেও তাহা হইত; ঐ সভা যেমন রাক্ষস কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইত এখানেও অক্ষয় বাবু রাক্ষসের ভূমিকা গ্রহণ পূর্ব্বক মধ্যে মধ্যে জটিল

সমস্যা দ্বারা নবরত্ন সভার সভ্যদিগকে বিব্রত করিয়া তুলিতেন।*

বিক্রমাদিত্যের সভায় কালিদাস ও বররুচির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিত—এখানেও গঙ্গাচরণ বাবু ও গুরুদাস বাবুর মধ্যে সমস্যা প্রদান ও তৎপূরণার্থ প্রতিযোগিতা চলিত। ফলতঃ ইহাতে গুরুদাস বাবুর সাহিত্যরসজ্ঞতারও সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

এইরূপে ন্যূনাধিক ছয় বৎসর কাল বহরমপুরে কাটাইয়া ইং ১৮৭২ অব্দের শেষভাগে গুরুদাস বাবু হাইকোর্টে যোগ দিবার জন্য কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। কলিকাতায় আসিয়া তিনি আইন বিষয়ক জ্ঞানের পরিপুষ্টি নিমিত্তে অধ্যয়নে মনোনিবেশ করিলেন। ১৮৭৬ অব্দে 'অনার্স ইন্‌ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পরবৎসরেই ডি এল উপাধি প্রাপ্ত হন। এইরূপে ঐ উপাধি গুরুদাস বাবুই সর্ব্বপ্রথম প্রাপ্ত হন। সেবার হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ উকীল বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মিত্র মহোদয়ও ডি এল উপাধি লাভ করেন।† পরবর্ত্তী বৎসরে ১৮৭৮ অব্দে গুরুদাস বাবু ঠাকুর আইন অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া—"বিবাহ ও স্ত্রীধন" বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা গুলি তাঁহার হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ় অধিকার

* বঙ্গবাসী আফিস হইতে প্রকাশিত "বঙ্গভাষার লেখক" নামক গ্রন্থে 'পিতাপুত্র' প্রবন্ধে অক্ষয় বাবু এই সভার বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

† ত্রৈলোক্য বাবু দশ বৎসর পূর্ব্বে (১৮৬৭ অব্দে) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বপ্রথম 'অনার্স ইন্‌ল' পরীক্ষায় পাস করিয়াছিলেন।

সূচনা করিয়াছে এবং ঐ বিষয়ে প্রামাণিক নিবন্ধ বলিয়া অদ্যাপি সমাদৃত হইতেছে।

১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো এবং বি এল পরীক্ষায় 'হিন্দু ল'র পরীক্ষক হন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অনারেরি প্রেসিডেন্‌সি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং পরবৎসর বেঙ্গল লেজিস্‌লেটিভ্‌ কাউন্‌সিলের মেম্বর নিযুক্ত হন। ১৮৮৬ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দপর্য্যন্ত তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের মেম্বর ছিলেন।

ডাক্তার গুরুদাস সত্বরই হাইকোর্টের একজন প্রধান উকীলরূপে পরিগণিত হইয়া উঠিলেন। তখন তিনি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। ১৮৮৫ অব্দ হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাগুলির নিয়মাবলী ও পাঠ্যাদিতে অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে। ইহা প্রধানতঃ ডাক্তার গুরুদাসেরই প্রযত্নের ফল। এই সময়ে তিনি ইণ্ডিয়ান ন্যাশনেল্‌ কংগ্রেসের কার্য্যেও যোগদান করিয়া ছিলেন। এই অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি যে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইবে তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিবার কোনও কারণ নাই। তাই ১৮৮৭ অব্দে গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কাউন্‌সিলের মেম্বর নির্ব্বাচিত হন এবং তাহাতেও স্বকীয় প্রজ্ঞা-প্রতিভার নিদর্শন প্রদর্শন করেন।

অতঃপর তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, নিষ্কলঙ্ক চরিত্র, জন-হিতকর কার্য্যে উৎসাহ, বিশেষতঃ হাইকোর্টে তাঁহার বিলক্ষণ প্রসার প্রতিপত্তি ইত্যাদি কারণে সরকার বাহাদুর

তাঁহাকে হাইকোর্টের বিচারাসন অলঙ্কৃত করিবার যোগ্য পাত্র বিবেচনা করিলেন; তাই ১৮৮৮ অব্দের শেষ ভাগে তিনি হাইকোর্টের জজের পদে নিযুক্ত হইলেন।

যিনি উকীল থাকার সময়েও সর্ব্বদা ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করিতেন—তিনি যে বিচারকভাবে নিরপেক্ষ ন্যায়পরায়ণ বলিয়া যশোলাভ করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? আবার এই সময়ে তাঁহার মাতৃদেবীও তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "এতদিন ওকালতী কার্য্যে তোমাকে কেবল একপক্ষ সমর্থন করিতে হইত, এখন বিচারকের কার্য্যে তোমাকে দুই পক্ষের কথা শুনিয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে। এইকার্য্য সহজ নহে। সেইজন্য কেবল তোমার নিজের বিদ্যা ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিও না। কিন্তু সর্ব্বদা ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিবে, উভয়পক্ষের মধ্যে সত্য কোথায় নিহিত আছে তাহা তিনি যেন তোমাকে দেখাইয়া দেন।" ফলে, জষ্টিস্ গুরুদাস জজিয়তীতেও সম্পূর্ণ সুনাম অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

জজ হইবার সংবৎসর কালের মধ্যেই তাহার মাতৃবিয়োগ ঘটে। মাতৃভক্ত গুরুদাস বাবু শোকে অভিভূত হইয়া পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়েন।

মাতৃবিয়োগের কিছুকাল পরেই ১৮৮৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে জষ্টিস ডাক্তার গুরুদাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার নিযুক্ত হন। সমগ্র ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইসচ্যান্‌সেলারি পদ এই সর্ব্বপ্রথম একজন ভারতীয় ব্যক্তির করতলগত হইল। এই অতি দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যও তিনি যে স্বভাব-

সুলভ বিচক্ষণতা সহকারে নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। এই পদের নিয়োগ দুই বৎসরের নিমিত্ত হয়; বিশেষ যোগ্যতা প্রদর্শন করিলে আরো দুইবৎসরের জন্য পুনর্নিয়োগ হইয়া থাকে। ডাক্তার গুরুদাসও পুনরায় উক্ত-পদে নিযুক্ত হন; কিন্তু এক বৎসর কাজ করিয়াই উহা স্বয়ং পরিত্যাগ করেন।

১৯০২ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতি বিধানার্থে লর্ডকার্জ্জন এক কমিশন গঠন করেন, তাহাতে ডাক্তার গুরুদাস সদস্য নিযুক্ত হন। অন্যান্য সদস্যের সহিত সম্পূর্ণ একমত হইতে না পরিয়া যে স্বতন্ত্র সারগর্ভ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে তদীয় নির্ভীক তেজস্বিতা সম্যক্ সূচিত হইয়াছিল।

১৯০৪ অব্দের প্রথমেই বয়ঃক্রম ৬০ বৎসর পূর্ণ হইবামাত্র তিনি জজিয়তী পরিত্যাগ করেন। ঐ সনে সম্রাটের জন্মোৎ-সব দিবসে তিনি নাইট হইয়া 'স্যর' উপাধির ভাজন হন।

রাজকার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়া স্যর গুরুদাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ন্যাশনেল্ কাউন্সিল অব এডুকেশন, বিজ্ঞান সভা, ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউট্, সাহিত্যপরিষৎ ইত্যাদি শিক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠান গুলির সঙ্গে যোগ রাখিয়াছিলেন। তবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ছিল —ইহাতে তিনি নানাভাবে সংস্পৃষ্ট ছিলেন। ১৯০৮ অব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলী উপলক্ষে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষী "অনারেরি ডকৃটর" উপাধি লাভ

করেন, তন্মধ্যে স্যর্ গুরুদাস "পি-এইচ্ ডি" উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

সসম্মানে সুখে ও শান্তিতে জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করিয়া স্যর গুরুদাস ইং ১৯১৮-২রা ডিসেম্বর (শকাব্দ ১৮৪০ ১৬ অগ্রহায়ণ) তারিখে সজ্ঞানে ৺ গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ পূর্ব্বক স্বর্গগত হইয়াছেন।

তাঁহার চারি পুত্র ও দুই কন্যা বর্ত্তমান আছেন*—পুত্রগণ ও জামাতৃদ্বয় সকলেই সুশিক্ষিত ও স্বধর্ম্ম নিরত। জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল রিপণ কলেজে অধ্যাপনা করিতেন—ইদানীং কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কাজে আছেন—Secretary to the Post-Graduate Science Council. দ্বিতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাহাদুর এম এ, ডি এল ভারত গভর্ণমেণ্টের আইন বিভাগের সহকারী সেক্রেটারী ছিলেন সম্প্রতি—President of the Calcutta Improvement Trust Tribunal আছেন। তৃতীয় পুত্র শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, বি এল একাউণ্ট্ ডিপার্টমেণ্টে কাজ করিতেন, অল্পদিন হইল পেন্শন নিয়াছেন। কনিষ্ঠ (অধুনা চতুর্থ) পুত্র শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ প্রেসিডেন্সী কলেজে বোটানির প্রফেসর। প্রথম জামাতা

* তাঁহার একটি পুত্র ও একটি কন্যা অল্প বয়সে মারা গিয়াছে, কন্যাটি তাঁহার প্রথম সন্তান এবং পুত্রটি তাঁহার চতুর্থ পুত্র ছিল।

শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় এম এ, বি এল ওকালতীতে যশোভাজন হইয়া এইক্ষণে হাইকোর্টের জজের পদ অলঙ্কৃত করিতেছেন। দ্বিতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় বি এল্ হাইকোর্টে ওকালতী করিতেছেন। মাতৃভক্ত স্যর গুরুদাস পুত্র, বিত্ত, যশঃ, সম্মান সমস্তই তদীয় পুণ্যবতী জননীর আশীর্ব্বাদের ফল মনে করিতেন—পরন্তু প্রকৃতপক্ষে এই সকল তাঁহারই পূর্ব্ব ও ইহজন্মের সুকৃতির ফল। কথায়ও বলে "স্ত্রী পুত্র জল—আপন কর্ম্মের ফল।"

স্যর গুরুদাস নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি প্রণয়নপূর্ব্বক স্বকীয় উচ্চশিক্ষার সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন :—

(১) পাটীগণিত (ইংরেজী ও বাঙ্গালা)
(২) জ্যামিতি (ইংরেজী ও বাঙ্গালা)
(৩) বীজগণিত
(৪) জ্ঞান ও কর্ম্ম*
(৫) A few Thoughts on Education.
(৬) The Educational Problem in India.

জনক জননীর পরম ভক্তিমান্ সন্তান স্যর গুরুদাস ৺কাশীধামে (৩৬ নং সোনার পুরায়) একটী বাটিকা নির্ম্মাণ পূর্ব্বক মাতাপিতৃনামস্মারক "শ্রীশ্রীস্বর্ণরামচন্দ্রেশ্বর" শিব প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। জননীর নামে বিশ্ববিদ্যালয়েও

* বঙ্গভাষায় এই পুস্তকখানির ন্যায় সারগর্ভ গ্রন্থ অতি বিরল; স্যর গুরুদাসের প্রকৃত পরিচয় ইহা হইতেও লাভ করা যায়।

একটী 'প্রাইজ'এর ব্যবস্থা করিয়াছেন। প্রতি বৎসর যিনি সংস্কৃত এম এ পরীক্ষার্থিগণের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত হইবেন, তিনি এই "সোনামণি প্রাইজ" পাইবেন। তাঁহার অকালমৃত পুত্র (৺যতীন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) হেয়ার স্কুলের একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিল · তাহার নামেও পুত্রবৎসল স্যর গুরুদাস মেডেল ও প্রাইজের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এণ্ট্রান্স (বর্ত্তমানে মেট্রিকুলেশন) পরীক্ষায় যে ছাত্র প্রথম হইবে সে "যতীন্দ্র চন্দ্র মেডেল" এবং হেয়ার স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে যে প্রথম স্থান অধিকার করিবে সে "যতীন্দ্র চন্দ্র প্রাইজ" পাইবে। তাঁহার স্বর্গারোহণের পর নারিকেলডাঙ্গায় একটি বর্ত্ম "স্যর গুরুদাস রোড্" এবং একটি প্রতিষ্ঠান "স্যর গুরুদাস ইন্‌ষ্টিটিউট্" নামে অভিহিত হইয়া তদীয় পুণ্যস্মৃতি জাগরূক রাখিতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

স্যর গুরুদাসের পুণ্যস্মৃতি।*

ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে দুইজনের স্মৃতি আমি শ্রদ্ধা সহকারে পোষণ করিয়া থাকি, এবং মনে করি ইঁহারাই প্রকৃত পক্ষে আমাদের আদর্শ স্থানীয় হওয়া উচিত। তন্মধ্যে একজনকে দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই অপর মহাত্মাকে বহুবার দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছি। উভয়েই ব্রাহ্মণ—কান্যকুব্জ হইতে আদিশূর কর্ত্তৃক আনীত বলিয়া প্রখ্যাত ব্রাহ্মণের বংশজাত; একজন মুখ্য, অপর বন্দ্য। উভয়েই স্বীয় পঠদ্দশায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন—একজন বিপত্নীক সংযমশীল পিতার উচ্চাদর্শে অনুপ্রাণিত এবং অসাধারণ পিতৃভক্ত; অপর বিধবা ব্রহ্মচারিণী মাতার পবিত্র আদর্শে গঠিত এবং অসাধারণ মাতৃভক্ত। উভয়েই শিক্ষানুরাগী, একজন শিক্ষা বিভাগেই সমস্ত জীবন কাজ করিয়া ঐ বিভাগের সর্ব্বোচ্চ পদবীতে উন্নীত হইবার যোগ্য বলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনীত হইয়াছিলেন; অপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্কে কার্য্য করিয়া ভারতবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম

* প্রবন্ধটি লিখিয়া স্যর গুরুদাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট পাঠাইয়াছিলাম। তিনি কোনও কোনও বিষয়ে স্বীয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন—তদনুসারে কিঞ্চিৎ সংশোধন করা হইয়াছে এবং মধ্যে মধ্যে তদীয় মন্তব্যও উল্লেখিত হইয়াছে।

ভাইস্‌চ্যানসেলর নিযুক্ত হইয়াছিলেন। উভয়েই সমাজ হিতার্থে সদ্‌গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন; একজনের "আচার প্রবন্ধ" "সামাজিক প্রবন্ধ" প্রভৃতি এবং অপরের "জ্ঞান ও কর্ম্ম" বঙ্গ ভাষায় সৎ সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছে।

৺ভূদেব মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে আমার বক্তব্য অনেক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহার জীবন চরিত যেরূপ বিস্তারিত ভাবে তদীয় উপযুক্ত পুত্র কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছে, তাহাতে তাঁহার সম্পর্কীয় কথা সাধারণের আর অবিদিত থাকিবে না। কিন্তু স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিস্তৃত জীবন চরিত এ পর্য্যন্ত লিখিত হয় নাই,—শুনিয়াছি তাঁহার তৃতীয় পুত্র তাহা লিখিবেন—জানি না কখন প্রকাশিত হইবে। * এই প্রবন্ধে তদীয় জীবন কাহিনী বিবৃত করিতে প্রবৃত্ত হই নাই, কেবল তাঁহার সম্পর্কীয় কতকগুলি কথার মাত্র যথাস্মৃত উল্লেখ করিব। তাহার সঙ্গে চিঠি পত্রও চলিয়াছিল—তন্মধ্যে কতকগুলি চিঠি "স্যর গুরুদাসের পত্রাবলী" শিরোনামে "ভারতবর্ষে" (১৩২৬ আশ্বিন ও কার্ত্তিক সংখ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে। *

---

* সম্প্রতি জানিতে পারিলাম স্যর গুরুদাসের তৃতীয় পুত্র "Reminiscences Speeches and Writings of Sir Gooroodass Banerji" নামক একখানি ইংরেজি পুস্তক লিখিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। স্যর গুরুদাসের জীবন চরিতও ইতোমধ্যে একখানি বাহির হইয়াছে; লেখক তাঁহারই একজন আত্মীয়, নাম শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী—গ্রন্থের নাম "পূজনীয় গুরুদাস।"

* এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বে হাইকোর্টের জজ এ দেশীয় কেহ হইলে পত্রিকাদিতে তাঁহার সচিত্র বিবরণী প্রকাশিত হইত। আমার যতদূর স্মরণ হয় স্যর গুরুদাস জজ নিযুক্ত হইবার পরেই তাঁহার কথা প্রথম শুনিতে পাইয়াছিলাম। তখন ঢাকা কলেজে বি এ পড়িতাম। আমার একজন সহাধ্যায়ী ব্রাহ্ম বন্ধু প্রসঙ্গতঃ আমাকে বলিয়াছিলেন—"আরে তুমিও আবার একটা হিন্দু জান কি গুরুদাস বাবু কত বড় হিন্দু? কলিকাতায় যদি কেহ প্রকৃত হিন্দু থাকেন তবে এই এক ব্যক্তি।" শুনিয়া, মনে মনে তাঁহাকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করিলাম। বস্তুতঃ শুনিয়া বড়ই আহ্লাদ হইল—একজন প্রকৃত সদাচার সম্পন্ন হিন্দু একটি স্পৃহণীয় পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আবার নামটিতেও আমার ভক্তি জন্মিয়াছিল—ইহা আমার (তদানীং অচির স্বর্গত) ৺ পিতৃদেবেরই নাম অথবা উপনাম। আমার পিতৃদেবের নাম ছিল 'পঞ্চানন্দ'। তিনি যখন গুরুগৃহে অধ্যয়নার্থ গেলেন তখন গুরুপত্নী প্রভৃতি পুরন্ধ্রীরা তাঁহাকে নাম ধরিয়া ডাকিতে পারিতেন না—কেননা গুরুদেবের উপাধি ছিল 'পঞ্চানন'। তখন তাঁহারা পিতৃ দেবের অসাধারণ গুরুভক্তি দর্শনে নাম দিলেন 'গুরুদাস'। পাঠ সমাপনান্তে গুরুদেব তাঁহাকে 'তর্কপঞ্চানন' উপাধি দিয়া 'পঞ্চানন্দ' নামটি সমুজ্জ্বল করিয়া দিলেও পিতৃদেব গুরুদত্ত উপাধির সঙ্গে গুরুপত্নী প্রদত্ত গুরুদাস নামটি সর্ব্বদাই

ব্যবহার করিতেন।* সেই সময় হইতেই তাঁহার সম্বন্ধে সবিশেষ খোঁজ খবর নিতে আগ্রহান্বিত হইয়া পড়িলাম। তাঁহার সদাচারনিষ্ঠা, তাঁহার অমায়িকতা, তাঁহার অসাধারণ মাতৃভক্তি এই সব ক্রমশঃ বিস্তারিত অবগত হইয়া বড়ই আহ্লাদিত হইতাম। তিনি যখন ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার হইয়া কন্‌ভোকেশনে প্রথম বক্তৃতা করেন, সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশিত হইলে এক প্রকার মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছিলাম—এত আগ্রহ সহকারে উহা পড়িয়াছিলাম।

তখন গ্রাম দেশেও স্যর গুরুদাসের নাম যশঃ প্রসার লাভ করিয়াছিল। আমার এক আত্মীয় কালীঘাটে দেবী দর্শনার্থে গিয়া দেখিলেন একজন পট্টবস্ত্র পরিহিত ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা সহকারে কালী মন্দির প্রদক্ষিণ করিতেছেন।এক জন বলিল, "ইনি সম্প্রতি হাইকোর্টের জজ হইয়াছেন, খুব সাধু লোক।" আমার আত্মীয় তাঁহার নাম ও তৎসম্বন্ধীয় নানা কাহিনী সংগ্রহ পূর্ব্বক দেশে আসিয়া যে সব গল্প করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটি এ স্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন গুরুদাস বাবু গঙ্গাস্নান করিয়া পদব্রজে বাড়ী ফিরিতেছিলেন; পথিমধ্যে এক গৃহস্থ তাঁহাকে বলিলেন

* স্যর গুরুদাসের সঙ্গে আমার বহুবার সাক্ষাৎকার হইয়াছে, কিন্তু এ কথাটি কদাপি তাঁহাকে জানাই নাই; তিনি এই অধমের প্রতি এতটা স্নেহানুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন যে, তিনি আমার পিতৃনামা এ কথাটা তাঁহাকে জানাইয়া স্নেহানুগ্রহের ভাব বর্দ্ধন করিবার প্রয়াস নিতান্ত অনাবশ্যক মনে হইত।

"ঠাকুর, আমার গৃহদেবতার পূজক আজ অনুপস্থিত, কৃপা করিয়া যদি আপনি পূজার কাজটি সম্পাদন করিয়া যান।" গুরুদাস বলিলেন, "আমার বিশেষ জরুরী কাজ আছে, তবে দেবতার পূজা হইবে না, তাহা হইতে পারে না; আপনি সত্বর পূজোপকরণ দিন, আমি তাড়াতাড়ি কাজটি সারিয়া যাইতেছি।" গৃহস্থ গুরুদাসের কথায় বুঝিলেন ব্রাহ্মণটি বড়ই সাধু, পূজোপকরণ একটু প্রচুরই দিলেন—কেননা ইহা পূজকেরই প্রাপ্য। গুরুদাস পূজা সারিয়া নৈবেদ্য না নিয়াই দ্রুত চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া গৃহস্থ তাহা নিয়া তাঁহার অনুসরণ পূর্ব্বক ঐ সব নিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। গুরুদাস তাহা নিয়মিত পূজককেই দিতে বলিয়া স্বয়ং গ্রহণে অস্বীকার করিতেছিলেন। এমন সময় একজন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার (টি পালিত বলিয়াই যেন শুনিয়াছি) ঐ রাস্তায় টম্ টম হাঁকাইয়া যাইতেছিলেন, তিনি গুরুদাসকে দেখিয়া মাথার টুপি খুলিয়া অভিবাদন করিলেন। গৃহস্থ তো দেখিয়া অবাক্। তখন পরিচয় পাইয়া তাঁহার পদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। গুরুদাস বলিলেন, "সে কি, আপনি তো আমায় অন্যায় কিছু বলেন নাই; আমি ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণোচিত কাজেই আমাকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন, আমিও আহ্লাদ সহকারে তাহা করিয়াছি। আপনি বৃথা অনুতপ্ত হইতেছেন।"*

* এই গল্পটি সত্য কি না, এ বিষয়ে স্যর গুরুদাসকে আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, কেননা সাক্ষাৎকার সময়ে কদাপি ইহা মনেই উদিত হয় নাই।

ঈদৃশ পুণ্যশ্লোকের দর্শনের নিমিত্ত একটা আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। বি এ পাস্ করিয়া সংস্কৃত কলেজে এম্ এ পড়িবার নিমিত্ত কিছুকাল কলিকাতায় ছিলাম। তখন একদিন হাইকোর্টে গিয়া আমার আগ্রহ চরিতার্থ করি। তখনও তিনি জুনিয়ার জজ্; তথাপি দেখিলাম নেহাৎ সাক্ষী গোপালের ন্যায় নিশ্চেষ্ট বসিয়া না থাকিয়া তিনি উকীলের সহিত বিচার্য্য বিষয়ের আলোচনা করিতেছেন। মূর্ত্তিটি ছোট খাটো হইলেও প্রশস্ত ললাট, উন্নত নাসিকা ও আয়ত চক্ষুর্দ্বয় চিন্তাশীলতা, উচ্চাশয়তা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক বলিয়া দর্শকের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ভক্তির ভাব উদ্রেক করিত।

তবে তিনি যেরূপ নিরভিমান ছিলেন, তাহাতে ইহা নিতান্ত অসত্য বলিয়াও মনে হয় নাই। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু লিখিয়াছেন— "ঘটনাটি সত্য কি না এবিষয়ে পিতৃদেবকে কখনও জিজ্ঞাসা করি নাই; তিনি আমার মাতৃদেবীকেও উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই সুতরাং উহার যথার্থতা সম্বন্ধে আমি নিশ্চিত কিছু বলিতে পারি না। তবে আপনি যেরূপ অনুমান করিয়াছেন, আমিও সেইরূপ করি।" ঘটনা যদি সত্য হয় তবে তিনি কতদূর অবিকত্থন তাহা নিজের বাড়ীতেও উহা প্রকাশ না করাতে সূচিত হইতেছে।

[ইদানীং শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত "পূজনীয় গুরুদাস" নামক গ্রন্থে দেখিলাম ঘটনাটি (১২৭-৮ পৃষ্ঠায়) একটু পরিবর্ত্তিতাকারে বিবৃত হইয়াছে। দেবপূজার্থে আহ্বানকারী এক বিধবা ব্রাহ্মণী। ব্যারিষ্টারের কথা ইহাতে নাই।]

তৎপরে একদিন আলবার্ট হলে যশোহর-খুলনা সম্মিলনীর বার্ষিক উৎসব সভায় স্যর গুরুদাস সভাপতিত্ব করিবেন শুনিয়া সেখানেও উপস্থিত হইয়াছিলাম। সেদিন আর এক মহাত্মাকে দর্শন করি, তিনি ঐ সম্মিলনীর তদানীন্তন সেক্রেটারি ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়। তবে তখন তাঁহার তেমন নাম ডাক হয় নাই, বয়সও ৩৫ আন্দাজ ছিল। তথাপি একজন বিলাত ফেরত ডাক্তার-উপাধিক অধ্যাপককে একটা সম্মিলনীর সম্পাদকগিরিতে নিযুক্ত দেখিয়া মনে হইয়াছিল, অসামান্য পণ্ডিত হইয়াও লোকটির স্বদেশহিতকর সামান্য কাজ করিতেও * পরাঙ্মুখতা নাই। অধুনা বৃদ্ধ বয়সেও তাই স্যর পি সি রায় বন্যাপীড়িত নরনারীগণের সাহায্য বিধান কল্পে ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়া টাকা পয়সা সংগ্রহার্থ কলিকাতার পথে বিচরণ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই।

সেই সভায় ২।১ জন সাহেব ছিলেন—বোধ হয় পাদরী। স্যর গুরুদাস প্রথমতঃ তাঁহাদের বোধ সৌকর্য্যার্থে ইংরেজিতে দুইচারি কথা বলিয়া বাঙ্গালা ভাষায় সভাপতির বক্তৃতা প্রদান করিলেন। সেই দিনই প্রথম তাঁহার বক্তৃতা

* তদানীং শ্রীহট্ট প্রভৃতি অনেক জেলারই ঈদৃশ "সম্মিলনী" ছিল; তাহাতে প্রায়শঃ সম্পাদক একজন এম এ বা বি এল অধ্যেতা ছাত্রই নিযুক্ত হইতেন, সভাপতি বা পৃষ্ঠপোষকরূপে উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণ সম্মিলনীর সংস্পৃষ্ট থাকিতেন।

শুনিলাম, স্বরের স্বাভাবিক মিষ্টতাসংবলিত তদীয় উপদেশ ব্যঞ্জক কথাগুলি বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল।

তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য আমার আগ্রহ এতদূর উদ্রিক্ত হইয়াছিল যে সিটিকলেজে রামমোহন রায়ের বার্ষিক স্মৃতি সভায় কেবল সেইজন্যই উপস্থিত হইয়াছিলাম—যদিও রামমোহন রায়ের প্রতি আমার কোনদিনই তেমন শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল না।

যে রামমোহন রায় মূর্ত্তি পূজার বিরোধী সনাতন সমাজ-বিধ্বংসী ভাবের প্রচারক--ব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক, তাঁহার সম্বন্ধে নিষ্ঠাবান্ হিন্দু গুরুদাস কি বলেন এটা শুনাও একটা কৌতূহলের বিষয় ছিল। যতদূর স্মরণ হয়, তিনি রামমোহন রায় বঙ্গভাষার কিরূপ সেবা করিয়া গিয়াছেন প্রধানতঃ সেই বিষয়েই আলোচনা করিয়াছিলেন।

তারপর দীর্ঘ ১৬।১৭ বৎসরের পর যখন এন্‌ট্রান্‌সের পরীক্ষক হইয়া সিনেট্ হলে গিয়াছিলাম, তখন তাঁহাকে ঐ হলের দ্বারদেশে অপর এক ব্যক্তির সহিত আলাপে ব্যাপৃত দেখিয়াছিলাম। সেই দিন সর্ব্বপ্রথম তদীয় চরণস্পর্শ পূর্ব্বক প্রণাম করিয়াছিলাম—কিন্তু তিনি আমার পরিচয় গ্রহণ করেন নাই—আলাপেই তাঁহার মন নিবিষ্ট ছিল। বৎসরখানেক পরে ১৯০৭ অব্দের এপ্রিল মাসে সর্ব্বপ্রথম এ অধমের প্রতি তাঁহার মনঃসংযোগ হয়, এবং সেই সময়েই দুই চারিটি কথাও আমার সহিত হয়। যে ব্যাপারে তাঁহার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সাক্ষাৎকার ঘটে তাহা বলিতেছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ একাকীই টোলের আত্ত মধ্য উপাধি পরীক্ষার কার্য্য পরিচালনা করিতেন। কোনও কারণে, একটা বোর্ড গঠিত হইয়া ঐ সকল পরীক্ষার তত্ত্বাবধান হয় অনেকেই এই মত পোষণ করিয়া, শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্‌টার বাহাদুরকে তদর্থে উদ্বুদ্ধ করেন। ডিরেক্‌টার কয়েকজন সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তি ও কতিপয় কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপককে পরামর্শ নিমিত্তে আহ্বান করেন, তাহাতে স্যর গুরুদাসও ছিলেন; ৺রাজেন্দ্র শাস্ত্রী, দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজ, স্যর আশুতোষ প্রভৃতি অনেকেই ছিলেন। স্যর আর্চ্‌ডেল্‌ আর্ল্‌ তখন ডিরেক্‌টার। ৺রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় প্রস্তাব করেন যে বোর্ড গঠিত হউক। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপ্যাল—একস্‌অফিসিও (Ex-officio) সেক্রেটারি এবং ডিরেক্‌টার প্রেসিডেণ্ট থাকিবেন। সর্ব্বসম্মতিক্রমে বোর্ড গঠন ও সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের সম্পাদকত্ব বিষয়ক প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট ডিরেক্‌টর সাহেব হওয়া সম্বন্ধে স্বয়ং ডিরেক্‌টার বাহাদুরই যেন একটু অনাগ্রহের (বোধহয় ভদ্রতার খাতিরে) দেখাইতেছিলেন। আমি তখন বলি যে, "অবশ্যই টোলের পণ্ডিতগণ, যাঁরা ইংরাজী জানেন না, অনেকে বোর্ডের সভ্য থাকিবেন; এই অবস্থায় একজন ইংরাজ প্রেসিডেণ্ট্‌ অপেক্ষা বোধ হয় জনৈক সংস্কৃতজ্ঞ বাঙ্গালী—বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ—প্রেসিডেণ্ট হইলেই ভাল হয়।" স্যর আর্চ্চডেল্‌ আর্ল্‌ তখন আমাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "এমন একজনের নাম নির্দ্দেশ কর।"

আমি তৎক্ষণাৎ স্যর গুরুদাসের নাম প্রস্তাব করিলাম। স্যর গুরুদাস স্বাভাবিক বিনয় সহকারে নিজের অনবসরত্ব জ্ঞাপন করিলে রাজেন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয় দ্বারবঙ্গের মহারাজাধিরাজের নাম প্রস্তাব করিলেন। মহারাজাধিরাজও বলিলেন, তিনি কলিকাতার বাহিরেই প্রায়শঃ থাকেন, বিশেষতঃ নিজেরই কার্য্য বাহুল্যে তিনি বিব্রত থাকেন, তাই তাঁহার পক্ষে এই কার্য্যভার গ্রহণ করা অনুচিত হইবে। এইরূপ বলিয়াই স্যর আশুতোষের নাম তিনি প্রস্তাব করিলেন। আমি আহ্লাদ সহকারে ইহা সমর্থন করিলাম এবং তদীয় যোগ্যতা সম্বন্ধেও বলিলাম যে, নবদ্বীপের পণ্ডিতগণ যাঁহাকে "সরস্বতী" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন, তিনি ইহা গ্রহণ করিলে খুবই শোভন হইবে। স্যর আশুতোষ তৎক্ষণাৎ বলিলেন "আমি ইহা গ্রহণ করিলাম।"

সভাভঙ্গের পরে যখন স্যর গুরুদাসের সমীপবর্ত্তী হইয়া পাদবন্দনা করিলাম, তখন মদীয় অধ্যাপক (ইদানীং স্বর্গত) মহামহোপাধ্যায় কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমার পরিচয় প্রদান করিলে, তিনি দুএকটি কথা আমার সঙ্গে আলাপচ্ছলে বলিলেন।* আমি বাড়ীতে গিয়া তাঁহার

* প্রকৃতপক্ষে ইহাই স্যর গুরুদাসের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার; তাই অনেক অবান্তর বিষয় বিজড়িত হইলেও ইহা বিস্তারিতভাবেই বর্ণিত হইল।

সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাই, এই অনুমতি প্রার্থনা করিলে তিনি খুব আহ্লাদ সহকারে তাহা প্রদান করিলেন।

তারপর ১০।১১ বৎসর তিনি জীবিত ছিলেন—যখনই কলিকাতায় গিয়াছি, যেমন কালীঘাটে গিয়া কালীদর্শন করিয়াছি, তেমনি নারিকেলডাঙ্গায় গিয়া তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়াছি। নিয়ম ছিল, আমি প্রাতঃকালে ৮টার সময় যাইতাম—ইতোমধ্যে তাঁহার প্রাতঃসন্ধ্যাদি সমস্ত কৃত্য হইয়া যাইত, আলাপের সময়ও যথেষ্ট পাইতাম। আমার প্রতি এতটা অনুগ্রহ ছিল যে আলাপ প্রসঙ্গে ঘণ্টারপর ঘণ্টা চলিয়া যাইতেছে—তথাপি আমি চলিয়া যাই, ঘুণাক্ষরেও এমত ভাব দেখাইতেন না। মধ্যাহ্ন প্রায় হইয়া গিয়াছে—জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত হারাণবাবু আসিয়া করযোড়ে আমাকে বলিতেন "বাবার খাবার সময় হইয়া গিয়াছে।" আমি তখন একপ্রকার জোর করিয়া চলিয়া আসিতাম। কোনও কোনও বার অপরাহ্ণ ৩ ঘটিকায় গিয়াছি—সন্ধ্যা হইলে ছুটি পাইয়াছি।

প্রথম যে দিন যাই, সেদিন গিয়া তাঁহার অস্ফুটবাক্ ভৃত্যকে "তিনি কোথায়" জিজ্ঞাসা করি—এবং তদুত্তরে তিনি বাড়ীর অভ্যন্তরে আছেন জানিয়া তাঁহাকে আমার খবর দিতে বলি। আসিতে প্রায় আধ ঘণ্টা বিলম্ব হইয়া গেল, তিনি তজ্জন্য বড়ই অনুতাপ প্রকাশ করিলেন। আমি বলিয়া ফেলিলাম—"কেন? দেবদর্শন কি সত্বর ও সহজে হয়? তজ্জন্য বহুকাল তপস্যা করিতে হয়!" তিনি একটু যেন ক্ষু

হইয়াই বলিলেন, "এত বড় কথাটা বলিয়া ফেলিলেন?" আমি একটু অপ্রতিভ হইলাম, মনে মনে ভাবিলাম, 'তোষামোদপ্রিয় হইলে ইনি ইহাতে খুবই খুসী হইতেন—কিন্তু তিনি তো সে ধাতের নন।' তবে ইহাতে তাঁহার প্রতি আমার ভক্তির ভাব দ্বিগুণিত হইল।

আমি তাঁহার পুত্রের সমবয়স্ক; আমার জন্মের পূর্ব্বে তিনি পাঠ সমাপ্ত করিয়া ওকালতী ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়া ছিলেন। "তুমি" বলাই তাঁহার পক্ষে শোভন হইত। তথাপি তিনি "আপনি" বলিতেন। শুনিয়াছি আমার অপেক্ষা অর্ব্বাচীনকেও তিনি "তুমি" বলেন নাই, 'আপনি' বলিতেন। কি বিনয়! তাঁহার অমায়িকতা সম্বন্ধে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কেহ দেখা করিতে গেলে তিনি কাহাকেও বিফল মনোরথ করেন নাই। যতক্ষণ ঐ ব্যক্তির সমস্ত কথাটি বলা না হইয়াছে, ততক্ষণ নানা কার্য্যের ব্যাঘাত হইলেও ধীরভাবে উহার সহিত আলাপ প্রসঙ্গ করিয়াছেন; কেহ চিঠি লিখিলে, ফেরত ডাকে উত্তর পাইয়াছে। যে কেহ স্বপ্রণীত পুস্তক উপহার পাঠাইলে, যথাসম্ভব সত্বর উহা পাঠ করিয়া প্রাপ্তি স্বীকার ব্যপদেশে পুস্তকখানির সম্বন্ধে যতদূর অনুকূল মন্তব্য প্রকাশ করা যায় ততদূর করিয়া গ্রন্থকারের উৎসাহ বর্দ্ধন করিয়াছেন।

তাঁহার সহিত আলাপ প্রসঙ্গে কত কথাই হইত। আমি খুব কম কথাই বলিতাম। কোনও একটি প্রসঙ্গ ধরাইয়া দিয়া—তাঁহার কথাগুলি কাণ পাতিয়া শুনিতাম—শুনিয়া

তৃপ্ত হইতাম। একটা কথা লক্ষ্যের বিষয় ছিল যে তিনি কাহারও নিন্দাবাদ করিতেন না—সকলেরই গুণের ভাগ বর্ণনা করিতেন, বরং দোষের বিষয় আলোচনা করিলে তিনি সেই ব্যক্তির হইয়া তাহার পক্ষ সমর্থনার্থ যতটা বলা যাইতে পারে. তাহা বলিতেন।

এইরূপ সাক্ষাৎকারের প্রথমাবধিই আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতাম, যেন তিনি স্বকীয় জীবনচরিত লিখেন। কেননা তাঁহার শৈশবকাল হইতেই বঙ্গদেশে সনাতন ধর্ম্ম বিরোধী এক প্রবল আন্দোলন চলিতেছিল—এবং তাঁহার কেন্দ্রস্থল ছিল কলিকাতা। তিনি কলিকাতার অধিবাসী এবং এই আব্‌হাওয়ার মধ্যে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন—তথাপি কেমন করিয়া পিতৃপিতামহের পথে তিনি এরূপ নিষ্ঠার সহিত চলিতে পারিয়াছেন, এটা জানিবার নিমিত্ত আমাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ বিবেকশালী ব্যক্তি, তিনি যে নিতান্তই না বুঝিয়া গতানুগতিক ন্যায়ে জীবনপথে চলিয়াছিলেন, এমনটা কখনই প্রত্যাশিত নহে। অতএব সনাতন ধর্ম্মের অনুকূলে শত শত বক্তৃতা অপেক্ষা এইরূপ একটি জীবন-কাহিনী ইংরেজী শিক্ষিত মাদৃশ ব্যক্তির নিকটে অধিকতর উপদেশপ্রদ হইবার কথা। এইরূপ সনির্ব্বন্ধ অনুরোধেও তিনি আত্মচরিত স্বয়ং লিখিতে সম্মত হয়েন নাই। পরন্তু মদীয় এই উপরোধ তিনি তদানীং প্রকারান্তরে রক্ষা করিয়াছিলেন—তাহা "জ্ঞান ও কর্ম্ম" গ্রন্থ প্রণয়ন দ্বারা। এ বিষয়ে "স্যর গুরুদাসের

পত্রাবলী” প্রবন্ধে (ভারতবর্ষ আশ্বিন ১৩১৬)* বিস্তারিত বলিয়াছি, এস্থলে বাহুল্যভয়ে উল্লেখ মাত্র করিয়া বিরত রহিলাম। তিনি বলিতেন, “এখন বৃদ্ধ হইয়াছি—এ বয়সে অভিমান ত্যাগ করাই সঙ্গত—আত্মজীবনচরিত লিখিলে, ‘আমি এই করিয়াছি, সেই করিয়াছি’ এরূপ আত্মপ্রশংসার কথা লিখিতে হয়—ইহা আমি উচিত মনে করি না।” আমার পুনঃপুনঃ অনুরোধে এবং অপর কেহ কেহও বোধ হয় ঈদৃশ উপরোধ করাতে, পরিশেষে তিনি এইরূপ রফায় সম্মত হন, যে তিনি নিজের কাহিনী বলিয়া যাইবেন—কেহ তাহা শুনিয়া কোনও পত্রিকায় লিখিয়া প্রকাশিত করিলে তিনি কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। চৈতন্য লাইব্রেরীর ৺গৌরহরি সেন মহাশয়ের নিকট যখন তিনি প্রথম জীবনের কাহিনী বিবৃত করেন, দৈবাৎ আমিও তখন উপস্থিত ছিলাম। গৌরহরি বাবু নিজের ভাষায় ঐ কাহিনী “মানসী” পত্রিকায় প্রকাশ করেন। বোধ হয়, দুই কিস্তি (মানসী ১৩২০ আশ্বিন ও অগ্রহায়ণ সংখ্যায়) প্রকাশিত হইবার পর উহা বন্ধ হইয়া যায়। অতঃপর যখন স্যর গুরুদাসের সহিত দেখা করি তখন এইরূপ হঠাৎ তদীয় জীবন-কাহিনী বন্ধ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উত্তরে জানিতে পারিলাম যে, ঐ মানসী পত্রে তদীয় অনভিমত কি জানি একটা ছবি † প্রকাশিত হওয়াতে

* এই গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

† শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু এই ছবির সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—“উহা Cleopatra poisoning herself, এই ছবি। মূর্ত্তিটি অর্দ্ধনগ্ন; তবে

তিনি ঐ পত্রিকায় তাঁহার সম্বন্ধীয় কথা ছাপাইতে গৌরহরি বাবুকে নিষেধ করিয়াছিলেন।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। বহুবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া অনেক বিষয়ের আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু তখন মনে করি নাই যে এভাবে একদিন ঐ সকল আলোচনার মর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিয়া সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে হইবে। তাই ঐ সকল আলোচনার কোনও নোট রাখি নাই। আজ ঐ সব লিখিতে বসিয়া দেখিতেছি যে অতি অল্প কথাই স্মৃতি পথে উদিত হইতেছে। যাহা হউক, এইরূপ প্রসঙ্গের স্বল্পও ভাল মনে করিয়া, যেটুকু স্মরণ আছে তাহাই লিপিবদ্ধ করিতেছি। এছাড়া এমনও অনেক কথা আলাপ-প্রসঙ্গে আলোচিত হইয়াছে, যাহা তদীয় "জ্ঞান ও কর্ম্মে" স্থান পাইয়াছে। এবং "পত্রাবলীর" মধ্যেও মৌখিক প্রসঙ্গের অনেক বিষয় উল্লেখিত হইয়াছে। এ সকল কথা বাহুল্য বিবেচনায় এই প্রবন্ধে পুনরুল্লেখ করা হইল না।

মাতৃভক্ত স্যর গুরুদাসের সহিত একদিন তাঁহার স্বর্গীয়া মাতৃদেবীর সম্বন্ধে আলাপ হইল; তিনি পঞ্চমুখে তাঁহার মার কথা বলিতে লাগিলেন; বিশেষতঃ, তাঁহার জননী কিরূপে তাঁহাকে প্রতিযোগিতার রেষারেষি হইতে বিরত থাকিতে

ফাইন আর্ট হিসাবে unobjectionable, কেহ কেহ এরূপ বলিতে পারেন। পিতৃদেব এরূপ ছবির আলোচনা আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী বলিয়া মনে করিতেন।"

বলিতেন, কোনও বিষয়ে অতিরিক্ত আকাঙ্ক্ষা পোষণ করিতে নিষেধ করিতেন,* ইত্যাদি বলেন।

তাঁহার মাতৃদেবী বৃদ্ধা হইলেও তাঁহার একটী দাঁতও নাকি নড়ে নাই—একটি চুলও সাদা হয় নাই। তাঁহার মাতা ঠাকুরাণীর প্রতিকৃতি আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে, তাঁহার একখানি ছবি বাড়ীর মধ্যে রহিয়াছে। "ইহাকি কোনও পত্রিকায় ছাপান যায় না?" এই প্রশ্ন করাতে বলিলেন "না-না; আমার মায়ের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হইলে সেই ছবি যুক্ত কাগজ দ্বারা দোকানদার পুটুলি বাঁধিয়া জিনিস দিবে—তার পর হয়তো ঐ কাগজ পথিমধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া জনতাকর্ত্তৃক পদদলিত হইবে—কল্পনায়ও এই কথা আসিলে আমার ক্লেশ হয়। তাই মার ছবি আমি কাহাকেও নিতে দেই নাই।" ধন্য মাতৃভক্তি!

---

* এ সম্বন্ধে একটি ঘটনার কথা শ্রীযুক্ত হারাণ বাবু লিখিয়াছেন—"পিতৃদেব বি এল্ পরীক্ষার কিছুপূর্ব্বে অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতেন। আমার পিতামহী তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, পরীক্ষাটি অতি কঠিন, অনেক গুলি বিষয় পড়িতে হয়। তখন আমাদের বাড়ীতে শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্য নাথ চট্টোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি থাকিতেন, তিনি পিতামহীকে পিসি এবং পিতৃদেবকে দাদা বলিতেন। তিনি পিতামহীকে বলিলেন, "পিসি, দাদা যাহা বলিলেন তাহা সত্য বটে, কিন্তু ইহার ভিতর আর একটি কথা আছে। দাদা সকল পরীক্ষাতেই নীলাম্বরের (স্বর্গীয় নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের) উপরে হইয়াছেন। এইটি শেষ পরীক্ষা, পাছে নীলাম্বর এই পরীক্ষায় দাদার

শ্রীশ্রীজগন্মাতার ছবি সিগারেটের প্যাকেটের উপর দেওয়া হয়, তাহা রাস্তায় পড়িয়া পদদলিত হয়—আমাদের কোনও ব্যথা বোধ হয়না। আর ইনি তাঁহার মাতার ছবির বিড়ম্বনা কল্পনা করিতেও ক্লেশ বোধ করিতেন।

জননীর শিক্ষার ফলে তিনি প্রচুর অর্থাগম সত্ত্বেও বহরমপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় আসিয়া হাইকোর্টে অল্পতর আয়ে ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। যখন জজ্ হন, শুনিয়াছি, তিনি মাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, জজিয়তী নিবেন কিনা— ইহাতে আয় কম হইবে। মাতা অনুমতি দিলেন; টাকা

উপরে হয় এইজন্য দাদা এতরাত্রি পর্য্যন্ত পড়িতেছেন।" পিতামহী এই কথা শুনিবামাত্র পিতৃদেবকে বলিলেন, "তুমি প্রত্যেক পরীক্ষাতেই যে নীলাম্বরের উপরে হইবে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করিতেছ কেন? পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম হওয়া অদৃষ্টের উপর নির্ভর করে। যদি নীলাম্বর এই পরীক্ষায় তোমার উপরে হয়, আমি কিছু মাত্র দুঃখিত হইব না; কিন্তু যদি অধিক রাত্রি জাগিয়া তোমার পীড়া হয় ও পরীক্ষা দেওয়া না ঘটে, তাহা হইলে আমার মনে কষ্ট হইবে।" [এই বিষয় ৺গৌরহরি সেন মহাশয় লিখিত "স্যর গুরুদাসের জীবন স্মৃতি" প্রবন্ধেও (মানসী, আশ্বিন ১৩২০) রহিয়াছে। ঐ প্রবন্ধে যে সব কথা আছে তাহা বাহুল্য, বিবেচনায় মদীয় বর্ত্তমান প্রবন্ধে উল্লেখিত করি নাই—যদিও উক্ত প্রবন্ধের অধিকাংশ কথাই আমার সমক্ষে হইয়াছিল এবং এখনও স্মরণ আছে। তথাপি এবিষয়টি এস্থলে উল্লেখ যোগ্য মনে করিলাম, কেননা গৌরহরি বাবুর স্মৃতিতে ইহা যেরূপভাবে অঙ্কিত হইয়াছে, হারাণ বাবুর পত্রে তাহা হইতে কিছু স্বতন্ত্র ভাবে ইহা লিখিত হইয়াছে।]

পয়সা অপেক্ষা পদমর্য্যাদার গৌরব ও সম্মান অধিকতর স্পৃহণীয়, ইহাও বুঝাইয়া দিলেন। জননীর এইরূপ সুশিক্ষার ফলেই গুরুদাস ৬০ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হইবামাত্রই জজিয়তী পরিত্যাগ করেন—এবং তৎপরে (অনেক অবসর প্রাপ্ত জজের ন্যায়) আর আইন ব্যবসায় করেন নাই। ভাইস্‌চ্যানসেলারিতে পুনর্নিয়োগের সময়েও তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন—কেবল লর্ড ল্যান্সডাউনের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে উহা পুনশ্চ গ্রহণ করেন, কিন্তু একবৎসর পরেই ছাড়িয়া দেন। ভাইস্‌চ্যান্‌সেলারের পদে পুনর্নিয়োগে অস্বীকৃতি জ্ঞাপনের সময়ে তিনি ডাঃ মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতির নাম করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন যে, এই পদের উপযুক্ত এতদ্দেশীয় আরো ব্যক্তি রহিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও নিযুক্তি দেখিলে তিনি সুখী হইবেন। হাইকোর্টের জজিয়তী ছাড়ার কালেও তাঁহার অভিপ্রায় এইছিল যে তিনি এইপদে জুড়িয়া বসিয়া থাকিলে অপর যোগ্য ব্যক্তিদের জজিয়তী প্রাপ্তির পথে বাধা থাকিবে। ভাইস্‌চ্যান্‌সেলারি পরিত্যাগ করার পর তিনি আর সিণ্ডিকেটে ঢুকেন নাই—ইহাতেও তাঁহার সংযতচিত্ততার প্রকৃষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা হইতেও বুঝা যায় কেন তিনি সংস্কৃত বোর্ডের সভাপতিত্ব গ্রহণে অস্বীকার করিয়াছিলেন।

আমি একদা তাঁহার বাড়ী গিয়া দেখিয়াছিলাম মহারাজ স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছেন, তিনি যেন ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের

সভ্যপদ প্রার্থী রূপে দণ্ডায়মান হন—তাহা হইলে মহারাজ এবং আরো অনেকে তাঁহার হইয়া ভোট্ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্যাপারটার ভিতরকার কথা আমার ঠিক্ স্মরণ নাই—বোধ হয় অপর একজন বিশিষ্ট ক্ষমতাশালী লোক ঐ পদপ্রার্থী ছিলেন। মহারাজের এমন ইচ্ছা ছিলনা যে ঐ ব্যক্তি কৃতকার্য্য হন—তাই তিনি স্যর গুরুদাসকে এ ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে দাঁড় করাইবার জন্য নির্ব্বন্ধসহকারে অনুরোধ করিতেছিলেন। তিনি স্বভাবসিদ্ধ বিনীতভাবে মহারাজের অনুরোধ পালন করিতে অক্ষমতা জানাইলেন এবং যাঁহারা প্রার্থী আছেন, তাঁহাদের একজন (বোধ হয় মহারাজও একজন প্রার্থী ছিলেন) সদস্য হইলেই তিনি সুখী হইবেন—এরূপ ভাবই ব্যক্ত করিলেন। হায়, এরূপ অমানী মানদ আর কোথায় দেখিব?

একদিন স্যর গুরুদাস তাঁহার আহার সম্বন্ধে গল্প করিলেন। কোথায় সভা হইয়াছিল; স্বর্গীয় ডাক্তার ইন্দুমাধব মল্লিক মহোদয় আহার সম্বন্ধে ঐ সভায় বক্তৃতা করেন; ইহা খাও, উহা খাও, বিশেষতঃ মাংসাহার অতীব প্রয়োজনীয়, ইত্যাদি ছাত্রদিগকে উপদেশ দেন। স্যর গুরুদাস ঐ সভায় তাঁহার আহার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়া এইটা বুঝাইতে চান যে, আহার বিষয়ে মাংসাদির ব্যবস্থা দ্বারা খরচ বাড়াইবার কোনও বিশেষ আবশ্যকতা আছে বলিয়া বোধ হয় না। তিনি নিজে দিনের বেলা ১০টার সময় সামান্য কিঞ্চিৎ আহার করিতেন—অল্প ভাত, কিঞ্চিৎ

মুগডাইল, একটু মাখন ও একটু দুধ ; যতদিন তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন—একটু মাছ পাতে দেওয়াইতেন, মাতৃ অনুরোধে তাহা ছুঁইতেন মাত্র। এইরূপ খাইয়া হাইকোর্টের কাজ করিয়া পথিমধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম্ম সারিয়া, সন্ধ্যায় নানা সভাসমিতির নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া রাত্রি ৯।১০টায় গৃহে ফিরিতেন। ইতোমধ্যে আর কিছুই খাইতেন না। রাত্রিতেও সামান্যই খাইতেন। (দুঃখের বিষয় আমি তাঁহার আহারের ফর্দ্দটি সমগ্র স্মরণ করিয়া রাখি নাই ; কিন্তু ইহা যেন কোনও স্থলে প্রকাশিত হইয়াছিল, অনুসন্ধিৎসু পাঠক তাহা দেখিবেন)।

তিনি বাজারের মাখন বা তৈল ব্যবহার করিতেন না। মাখন তাঁহার জন্য ঘরেই মেয়েরা তৈয়ার করিতেন। বিশ্বস্ত কলু তাঁহাকে স্বতন্ত্র ঘানে তৈল প্রস্তুত করিয়া দিত। আমি বলিয়াছিলাম "জেলখানা হইতে তৈল আনাইলেই তো পারিতেন ?" তদুত্তরে তিনি বেশ আমোদজনক একটা কথা বলিয়াছিলেন। কোনও জেলখানার কর্ম্মচারী (কি পরিদর্শক) তাঁহার নিকটে একদিন গল্প বলিয়াছিলেন যে, যত গুরুতর অপরাধী ইহাদিগকে তেলের ঘানিতে নিযুক্ত করা হয় এবং এত সময় মধ্যে এতটা তেল চাই, এই টাস্ক দেওয়া হয়। কোনও দুর্বৃত্ত কয়েদি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ তেল হয় নাই দেখিয়া নাকি প্রস্রাব করিয়া তেলের পরিমাণ বাড়াইয়াছিল। সেই অবধি স্যর গুরুদাস জেলের তেলের উপর একটা ঘৃণার ভাব পোষণ করিতেন। সে যাহা হউক, স্যর গুরুদাসের খাদ্যের

তালিকা উপলক্ষ্য করিয়া নাকি কোনও ডাক্তার (এবং তিনি বাঙ্গালীই বটেন) বলিয়াছিলেন "এত কম খাইয়া একটী লোক কিরূপে বাঁচিতে পারে, ইহা বড়ই বিস্ময়ের বিষয়।" পরন্তু শত থিওরি অপেক্ষা একটী দৃষ্টান্তের মূল্য অনেক অধিক। স্যর গুরুদাসের আদর্শ আমাদের নিকট তাই এত মূল্যবান্। কিন্তু হায়, চা, চপ্, কাটলেট্, বিস্কুট, পরেটা ইত্যাদি যে ভাবে প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা দেখিয়া বাস্তবিকই আমি তো একবারে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িতেছি!

তিনি যেমন মাতৃভক্ত ছিলেন, তেমনই অপত্যবৎসলও ছিলেন। একদিন সাক্ষাৎ করিতে গিয়া শুনিলাম তিনি হাওড়া ষ্টেশনে গিয়াছেন। তাঁহার একটী পুত্র প্রবাস হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন স্বয়ং ষ্টেশনে গিয়া তাঁহাকে নিয়া আসিবেন। তবে এমনটা সর্ব্বদাই যে করিতেন, তাহা নয়। পরন্তু ষ্টেশনে না গেলেও ছেলে বাড়ীতে না পৌছা পর্য্যন্ত অভুক্ত থাকিতেন, আসিলে পর তাহাকে লইয়া একত্র ভোজন করিতেন।

"পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণম্"—তাই তাঁহার ছেলেরাও অতি উচ্চশিক্ষিত ও সদাচার পরায়ণ হইয়াছেন। ছেলে মেয়েদের অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সেই বিবাহ দিয়াছিলেন অথচ তাঁহাদের সন্তানসন্ততি সকলেই বেশ সুস্থ ও হৃষ্টপুষ্ট। বাল্যবিবাহের যাঁহারা বিরোধী তাঁহারা এ বিষয়েও তাঁহার কাছ হইতে তাঁহাদের স্বীয় মতের বিরুদ্ধ

দৃষ্টান্ত পাইবেন। একদিন তিনি তাঁহার একটী পুত্রবধূ (বোধ হয় জজ স্যর প্রতুল চন্দ্রের কন্যা) সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, এই বধূটীর একটু বিলম্বে (বোধ হয় ১৯।২০ বৎসর বয়সে) গর্ভসঞ্চার হওয়াতে—প্রসবকালে বড়ই যন্ত্রণাভোগ করিতে হইয়াছিল এবং এমনও বলিয়াছিলেন যে ডাঃ শ্রীযুক্ত কেদার নাথ দাস মহাশয় নাকি তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, অধিক বয়সে গর্ভসঞ্চার প্রসবে ক্লেশাধিক্যের একটী কারণ।

একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিয়াছিলাম, "আপনি পরম নিষ্ঠাবান্ হিন্দু হইয়া ব্রাহ্মদের আহূত রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় অধিনায়কত্ব করিয়াছেন কিরূপে?" তিনি তদুত্তরে বলিলেন, "রামমোহন রায়ের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় মতের সহিত আমার মতৈক্য না থাকিলেও তাঁহাকে একজন বড়লোক মনে করি, এবং সভার উদ্‌যোক্তৃবর্গ যাঁহারা আমাকে সভাপতির পদে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে আমার কথা থাকে যে হিন্দুসমাজের বিরোধী বিষয়ের অবতারণা যেন কম হয়; কেহ যেন বক্তৃতায় হিন্দুধর্ম্মের নিন্দা না করেন। তদনুসারে ২।১টা সভাও পরিচালিত হইয়াছিল এবং এতদ্দর্শনে উৎসাহিত হইয়া কয়েকজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও একদা একটী সভায় উপস্থিত হন। কিন্তু জনৈক ব্রাহ্মপ্রচারক হিন্দুসমাজকে আক্রমণ করিয়া এক বক্তৃতা দেন; তাহাতে বিরক্ত হইয়া ঐ সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সভাস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সেই সভার পর আমি আর অনুরোধ সত্ত্বেও রামমোহন রায়ের স্মৃতিসভায় যাই নাই।"

রাজা রামমোহনের প্রসঙ্গে রাজারামের কথা উঠিল। তিনি বলিলেন, রাজারামের বাড়ী তাঁহার বাড়ীর কাছেই ছিল। রাজারাম মোসলমান ছিলেন বলিয়া প্রবাদ থাকিলেও তাঁহার স্ত্রী স্বামীর মৃত্যুর পর আর বিবাহ করেন নাই; রমাপ্রসাদ রায়কে "ঠাকুর পো" বলিতেন, এইরূপ তিনি বাল্যে শুনিয়াছিলেন।

স্যর আশুতোষের বিধবা কন্যার পুনর্ব্বিবাহে তিনি আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন কিনা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—কেননা বিবাহকালে তিনি অনুপস্থিত ছিলেন, একথা সংবাদ পত্র হইতে জানিয়াছিলাম। স্যর গুরুদাস উত্তর করিলেন যে স্যর আশুতোষ স্বয়ং গিয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ করেন। ইহাতে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই। প্রথম বিধবা বিবাহকারী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্নের বিবাহের পর সমাজ বৃত্তির (বা এইরূপ একটা কিছুর) অংশ তাঁহাদের বাড়ীতেও আসিয়াছিল। তখন নাকি তাঁহার মাতৃদেবী ঐ অংশবাহককে বলিয়াছিলেন—"এটা আমার বাড়ীতে দিবেন না; বিধবাবিবাহের সংস্পৃষ্ট কিছু আমরা গ্রহণ করিতে পারিব না।" অতএব এ সম্বন্ধে তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর এই প্রতিকূল অভিমতের বিরুদ্ধে তিনি কিছু করিতে পারিবেন না। এইরূপে যথাসম্ভব মোলায়েম ভাবেই তিনি নিজের অনভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

যখন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা হইতে প্রথম দেশে আইসেন তখন কলিকাতা শহরের হিন্দু অধিবাসিবর্গের পক্ষ

হইতে একটা অভিনন্দন দিবার আয়োজন হয়; একজন কায়স্থপ্রধান তাঁহাকে ঐ ব্যাপারে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। তদ্বিষয়ে তিনি বলিলেন, যদি "নরেন্দ্রনাথ দত্ত"কে আপনারা অভিনন্দিত করেন—আমি সাদরে এ ব্যাপারে যোগদান করিব—কিন্তু "স্বামী বিবেকানন্দ"কে অভিনন্দিত করিতে আমি পারিব না।" অর্থাৎ সন্ন্যাসের অনধিকারী কায়স্থ "স্বামীজি" সাজেন, ইহা তাঁহার মতবিরুদ্ধ ছিল।

সর্ব্বশেষে যেদিন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই সেদিন অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকার সময় গিয়া দেখি তাঁহার দ্বারদেশে গাড়ী প্রস্তুত; আমিও ফটকে ঢুকিয়াছি, তিনিও বহির্গমনার্থ সেইস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, তিনি (বোধহয়) ভবানীপুরে যাইবেন। তাঁহার একটী প্রপৌত্র জন্মিয়াছে তাহাকে গিয়া দেখিবেন। এইটী তাঁহার প্রথম পুত্রের তৃতীয় পুত্রের পুত্র। ঈদৃশ প্রপৌত্র মুখ দর্শনকরা আজকাল কয়জনের ভাগ্যে ঘটে? সে যাহা হউক, আমার সঙ্গে সেই গাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া প্রায় অর্দ্ধ-ঘণ্টা কাল আলাপ করিলেন। কথায় কথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠিল; তিনি একটু উত্তেজিত ভাবেই বলিলেন, "ইউনি-ভারসিটির কথা আর বলিবেননা—শুনিলাম অমুকের ছেলের নম্বর ফার্ষ্টক্লাসে না উঠা পর্য্যন্ত গ্রেস্ দেওয়া চলিয়াছিল।" 'অমুক' লিখিলাম বটে কিন্তু তিনি নামই বলিয়াছিলেন; ছেলেটী এম এ পরীক্ষা দিয়াছিল—উহার নম্বর ফার্ষ্টক্লাসে তুলিবার জন্য কেবল যে তাহাকেই ফাউ নম্বর দেওয়া

হইয়াছিল এমন নহে, উহার অপেক্ষা উচ্চতর স্থানাধিকারী ছাত্রেরাও সঙ্গে সঙ্গে তরিয়া গিয়াছিল! তাঁহার সঙ্গে এই শেষবারের আলাপে কেবল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর তদীয় বিরক্তি ভাব দেখিলাম, এমন নহে—কথা প্রসঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছিলেন যে তাঁহার পৌত্রগণ যাহাতে আর চাকুরী নাকরে তাহার ব্যবস্থা তিনি করিতেছেন। বোধ হয় কিছু কৃষির বন্দোবস্ত করিবার কথাও তিনি তদুপলক্ষে বলিয়াছিলেন।*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অনেক কথা বলিতে পারিলাম না—কেননা, তাঁহার বহুকথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি, আবার অনেকটা অন্যত্র বলা হইয়া গিয়াছে। যাহা বলিয়াছি তাহাতেও ভুল ভ্রান্তি থাকিবার সম্ভাবনা। অপিচ কোটেশন চিহ্ন দিয়া যে সকল বাক্য স্যর গুরুদাসের বলিয়া লিখিত হইয়াছে তাহাও ঠিক্ ঠিক্ কোট্ করা হইয়াছে, বলিতে পারি না—কেননা, আমি ঐ সকল কথা তখন নোট্ করিয়া রাখিতে পারি নাই। ঐ সবও তদীয় উক্তির সার মর্ম্ম বলিয়াই যেন বিবেচিত হয়।

এই জীবনে অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গ

* শ্রীযুক্ত হারাণবাবু সম্প্রতি লিখিয়াছেন—"আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে তিনি ২৫ বিঘা জমি দমদমায় দিয়া গিয়াছেন; ইহাতে তাঁহার জীবদ্দশা হইতেই সে ফসল ও ফুল উৎপন্ন করিতেছে। সম্প্রতি সে উক্ত জমি একজন মালীকে ৯ বৎসরের জন্য lease দিয়াছে।"

করিয়াছি, কিন্তু একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি, পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ন্যায় এমন সর্ব্বগুণ সম্পন্ন ব্যক্তি আর তো দেখিলাম না! এমন সর্ব্বশাস্ত্রদর্শী পণ্ডিত অথচ এমন বিনয়ী নিরভিমান ব্যক্তি, এমন নিষ্ঠাবান্ কর্ম্মী অথচ এমন আড়ম্বরশূন্য মানুষ, এমন স্বধর্ম্ম পালনে দৃঢ়ব্রত অথচ সৌজন্য বশতঃ সকল সমাজের সহিত এমন মিশুক লোক আর দ্বিতীয় দেখা যায় নাই। যেমন জীবনে তেমন মরণেও তিনি সমস্তলোকের প্রশংসা ভাজন হইয়া গিয়াছেন —আজ কালের দিনে এমন মরিতেই বা পারে কয়জন? ঠিক্ যেন ভীষ্মদেব। একরকম ইচ্ছামৃত্যুই তিনি বরণ করিয়া ছিলেন। ভাগীরথীর তীরস্থ হইয়া পুত্রের মুখে গীতাপাঠ শুনিতে শুনিতে ভগবন্নাম গ্রহণ পূর্ব্বক সজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়া তিনি তাঁহার আদর্শ জীবনের আদর্শভাবেই অবসান করিলেন। বঙ্গজননী যে উজ্জ্বল রত্নটী হারাইলেন—তেমনটি যে আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইবেনা ইহাই আক্ষেপের বিষয়।

পরিশিষ্ট

শ্রীযুক্ত হারাণ বাবুর (প্রাগুক্ত) পত্রের শেষার্দ্ধ এস্থলে সাদরে সংযোজিত হইল; ইহাতে মদীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধের গুরুত্ব ও উপাদেয়ত্ব সংসাধিত হইল।

"পিতৃদেবের কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি, আপনি সমীচীন বোধ করিলে আপনার প্রবন্ধে সন্নিবেশিত করিবেন।

১। সুবিখ্যাত জজ দ্বারকানাথ মিত্রের সহিত পিতৃদেবের যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন কথা প্রসঙ্গে তিনি পিতৃদেবকে এই প্রশ্ন করিয়া ছিলেন—"আমরা কোন কার্য্য করিবার সময় দুই পাশে দেখি না উপর দিকে দেখি?" ইহার উত্তরে পিতৃদেব বলিয়াছিলেন—"আমরা দুই পাশেই দেখি বটে; কিন্তু তাহার কারণ এই যে দুই পাশে এমন দুই একজন আছেন যাঁহারা উপর দিকে দেখেন। যদি দুইপাশে এরূপ লোক একজনও না থাকিতেন, তাহা হইলে আমরা দুই-পাশেও দেখিতাম না।

২। অন্যায় কার্য্য করিবার প্রলোভন হইলে প্রথমেই সতর্ক হইবে এবং যাহাতে পথভ্রষ্ট না হও প্রাণপণে চেষ্টা করিবে। একবার ভ্রষ্ট হইলে কোথায় যাইয়া পড়িবে তাহার স্থিরতা নাই। একবার পাঁকে পা দিলে পা ক্রমাগতই বসিয়া যাইবে।

৩। যাহাতে অন্যের মনে কষ্ট হয় এরূপ কথা কখনও বলিবেনা।

নারুন্তুদঃ স্যাদার্ত্তোঽপি ন পরদ্রোহকর্ম্মধীঃ।
যয়াস্যোদ্বিজতে বাচা নালোক্যাং তামুদীরয়েৎ ॥

মনুর এই বচনটী সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। যাহাতে অন্যের অনিষ্ট হইতে পারে এরূপ কর্ম্ম কদাচ করিবেনা এবং এরূপ কর্ম্মের চিন্তাকেও মনে স্থান দিবে না।

৪। সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছানুসারে নানাবিধ ঘটনা চক্রে আমাদের কার্য্যবিশেষের সফলতা সম্পন্ন হয়। এইটি মনে রাখিয়া আত্মাভিমান সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। এই সংসারে আমরা যাহা কিছু উন্নতি করি, স্থির চিত্তে ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে যে উহাতে আমাদের নিজের কৃতিত্ব খুব কমই আছে।

৫। 'আমার কিছু চাহি না' এরূপ বলিতে অভ্যাস কর। অযাচিত ভাবে যাহা পাইবে তাহাতেই যথার্থ আনন্দ লাভ হইবে।

[Sir Asutosh যখন আমাকে Post-graduate Science Councilএর Secretaryর Postএ নিযুক্ত করেন, তখন পিতৃদেব আমাকে বলিয়া ছিলেন যে, আশুবাবু তোমাকে অযাচিত ভাবে আদর করিয়া এই কাজটি দিয়াছেন, ইহা তোমার জন্মান্তরের তপস্যার ফল মনে করিবে।]

৬। আনন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মণি যে রমন্তঃ কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥

পিতৃদেব উক্ত বচনটী প্রায়ই আবৃত্তি করিতেন এবং বলিতেন, 'সুখী ব্যক্তির কি চমৎকার চিত্র'।

৭। জড়তত্ত্ব যত শিখিতে পার শিখ, তাহাতে ক্ষতি নাই; কিন্তু শেষ লক্ষ্য পরমার্থ, এই কথাটি কখনও ভুলিওনা। প্রেয়ঃ লাভ করিতে পারিলেই যে শ্রেয়ঃ লাভ হইল এরূপ মনে করিওনা।

৮। (আমাদিগকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেন,) আমার কোনও উপদেশ তোমাদের প্রকৃত পক্ষে হিতকর মনে করিয়া পালন করিলে তবেই আমি প্রীত হইব। পিতার উপদেশ পালনীয় কেবল এই মনে করিয়া আমার উপদেশ পালন করিলে আমি তত প্রীত হইবনা।

[মৃত্যু শয্যায় তাঁহার দুই একটী উক্তি বিবৃত করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব।]

৯। আমার যশোলাভের স্পৃহাছিল; কিন্তু যশোলাভ না হইলে কোন দুঃখ ছিল না। যশোলাভের স্পৃহা থাকা উচিত নহে; কেবল কর্ত্তব্য বোধে কর্ম্ম করিয়া যাওয়াই উচিত।

১০। গুরু পুত্র জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি এখন কি চিন্তা করিতেছেন?" উত্তরে পিতৃদেব বলিলেন—"জীবন কি, তাহাই চিন্তা করিতেছি; জীবনই তিনি।" এই বলিয়া গুরুপুত্রকে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে বলিলেন এবং নিজেও আবৃত্তি করিলেন—

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"

১১। আমি একে একে সংসারের বন্ধন গুলি খুলিয়া ফেলিয়াছি। একটি বন্ধন এখনও সম্পূর্ণ রূপে খুলিতে পারি নাই– বোধ হয় শীঘ্রই পারিব। (আমার মাতৃদেবীর সহিত বন্ধনের কথা উদ্দেশ করিয়াই বোধহয় এই কথা বলিয়াছিলেন।)*

১২। আর বাঁচিবার ইচ্ছা নাই, একথা বলিতে পারিনা, কেননা

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষাঃ স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃ পরম্॥"

তবে আমার সমস্ত সাধ পূর্ণ হইয়াছে এবং যদি ভগবানের ইচ্ছায় এখন আমাকে যাইতে হয়, তাহাতে আমার কিছু মাত্র দুঃখ নাই।

১৩। (আমাদের সকলকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন) তোমরা এ সময়ে অধিক কাতর হইও না; একদিন সকলেরই এই সময় আসিবে, এই মনে করিয়া মনকে শক্ত কর এবং এখনকার যাহা কর্ত্তব্য তাহা পালন কর। এই তোমাদের পরীক্ষার সময়।

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

* কিন্তু তাঁহার গুরুপুত্র শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের যে পত্র খানি Remeniscenes Speeches and Writings of Sir Gooroodass Banerjee নামক গ্রন্থের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে (p. 284) আছে—"আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, আপনার এখনও একটি বন্ধন অবশিষ্ট আছে—সে বন্ধনটি কি? উত্তরে বলিয়াছিলেন, অন্য কিছুই নহে কেবল আমি একটি পুস্তক রচনা করিতেছিলাম উহা শেষ করিতে পারিলাম না।" ইত্যাদি। গ্রন্থকার।

তৃতীয় অধ্যায়।

স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের পত্রাবলী।

দেশপূজ্য বরেণ্য স্বর্গীয় স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের সহিত সৌভাগ্য ক্রমে তদীয় স্বর্গতির প্রায় বার বৎসর পূর্ব্বে আমার আলাপ পরিচয় ঘটে। তদবধি যখনই কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতায় গিয়াছি, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎকার না করিয়া আসি নাই। আমাদের পঠদ্দশা হইতেই তাঁহার আচারনিষ্ঠা মাতৃভক্তি প্রভৃতি বিষয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি একটা প্রবল শ্রদ্ধা জন্মে,—তাই তাঁহার মুখে সদালাপ শুনিবার জন্য ঐরূপ আগ্রহ হইয়াছিল। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহাকে একদিন বলিয়াছিলাম যে, তদীয় বাল্যাবস্থায় কলিকাতায় যেরূপ ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব ঘটিয়াছিল, ইহাতে তিনি কিরূপে স্বধর্ম্ম বজায় রাখিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অত্যুৎকৃষ্ট ছাত্ররূপে এবং একজন উচ্চদরের ব্যবহারাজীব রূপে পরিগণিত হইয়া জ্ঞানে ও কর্ম্মে সর্ব্ব সাধারণের শ্রদ্ধা ভাজন হইতে পারিয়াছেন, তাহা আমাদের সমাজের সকলেরই জানা উচিত; অতএব তিনি একখানি আত্মচরিত লিখিলে সমাজের বড়ই উপকার হইবে।

আত্মচরিত লিখিতে তিনি অসম্মতি প্রকাশ করেন, এবং তাঁহার সঙ্গে এ বিষয়ে অনেক বাদানুবাদ হইবার পরে,

আমার অনুরোধটা সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া দেখিবেন, এই কথা বলেন। কিছু কাল পরে, হিন্দু বিবাহ সংস্কার সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব হয়, আমি তদুপলক্ষে আমার মতামত জ্ঞাপনার্থ প্রস্তাবের উত্তরে এক সুদীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলাম, এবং তাহা যথাসময়ে যথাস্থানে প্রেরিত হইলেও তৎপরে কলিকাতায় গেলে পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসকে উহার প্রতিলিপি খানি পড়িয়া শুনাইয়াছিলাম। তিনি পত্রের যুক্তি তর্ক শুনিয়া বলিলেন, "আশ্চর্য্য, আমি এ বিষয়ে যেরূপ চিন্তা করিয়াছি, আপনিও দেখিতেছি সেই রূপই চিন্তা করিয়াছেন।" এই বলিয়া এক ফর্ম্মা প্রুফ্ আনিয়া কতকটা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, প্রুফটা কিসের? তখন তিনি বলিলেন, "সেই যে আপনার অনুরোধ ছিল তাহা মনে রাখিয়া এক খানি পুস্তক লিখিয়াছি সত্বরই প্রকাশিত হইবে। অবশ্যই এক খানি আপনি পাইবেন।" গ্রন্থের নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম "জ্ঞান ও কর্ম্ম"। কিছুদিন পরে এক খণ্ড "জ্ঞান ও কর্ম্ম" সহ নিম্নলিখিত পত্র খানি পাইলাম।*

* প্রতিপত্রের পূর্ব্বে এইরূপ একটু ভূমিকা না দিলে ব্যাপারটা বিশদ ভাবে বোঝা যাইবেনা;—তাই মধ্যে ম[illegible] কথাও পাড়িতে হইল। সঙ্গে সঙ্গে একটু আত্মখ্যাপনও আ[illegible] সহৃদয় পাঠক সেইটুকুর অপরাধ গ্রহণ করিবেন না, এই [illegible] অনুরোধ। পত্রগুলির যে সকল পাদ টীকা মধ্যে মধ্যে [illegible] যে আমার নিজস্ব এটাও বলা আবশ্যক।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

(১নং পত্র)* নারিকেল ডাঙ্গা, কলিকাতা
৯ই ফাল্গুন,
১৩১৬।

কল্যাণবরেষু—

অদ্য বুকপোষ্টে আপনার নিকট আমার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তক একখানি পাঠাইলাম। আপনি আমার এই পুস্তক প্রণয়নের একজন প্রবর্ত্তক। সুতরাং ইহা আপনার বিবেচনায় কিরূপ হইয়াছে তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার কিঞ্চিৎ ঔৎসুক্য রহিল। আশা করি আপনি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। ইতি—

শুভানুধ্যায়ী
শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

পুস্তকখানি অতীব শ্রদ্ধার সহিত পাঠ করিলাম। সম্ভবতঃ ইহাই স্যর গুরুদাসের বাঙ্গালা সাহিত্য-গ্রন্থ রচনার প্রথম উদ্যম, কিন্তু এই সপ্ততিবর্ষদেশীয় মহাত্মা যেরূপ অধ্যবসায় সহকারে ইহা লিখিয়াছেন, কয়জন তরুণবয়স্ক ব্যক্তি তেমন

* এই নম্বর আমি দিলাম। আমার নিকটে তাঁহার লিখিত পত্রাবলীর ইহাই যে প্রথম, তাহাও বলিতে পারিনা। অনেক পত্র এখন আর খুঁজিয়া পাইতেছি না। ["শ্রীহরিঃ শরণম্" "নারিকেলডাঙ্গা" "কল্যাণবরেষু," "শুভানুধ্যায়ী" এইগুলি সকল পত্রেই আছে। অন্যান্য পত্রে এই সব বাহুল্য বোধে লেখা হইবে না।]

পারিবেন? যাহা হউক, তাঁহার পুস্তকের সম্বন্ধে তাঁহারই আদেশ অনুসারে আমি যেরূপ মতামত প্রকাশ করিয়াছিলাম* তাহার অনেকটা তদীয় উত্তর হইতেই ব্যক্ত হইবে।

৭ই চৈত্র,

(২নং পত্র) ১৩১৬

আপনার গত ৩রা চৈত্রের প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। আমার "জ্ঞান ও কর্ম্ম" নামক পুস্তকখানি আপনি এত যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে এতগুলি ভাল কথা বলিয়াছেন, এবং তাহার যে যে স্থানে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন বা সংশোধন আপনার মতে বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহা এত সরল ও শান্তভাবে দেখাইয়া দিয়াছেন, ইহাতে আমি অতিশয় বাধিত ও উপকৃত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন ৪১ পৃষ্ঠায় 'সংজ্ঞা' স্থানে 'আন্তর জ্ঞান' ও ৪৩ পৃষ্ঠায় 'আত্মজ্ঞান' স্থানে "অহং জ্ঞান" হইলে ভাল হইত। 'সংজ্ঞা' শব্দটী সম্পূর্ণ মনের মত না হইলেও 'আন্তরজ্ঞান' যে তদপেক্ষা ভাল হইবে ইহা স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। 'আত্মজ্ঞান' স্থলে 'অহংজ্ঞান' হইলে ভাল হইত, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং এ পুস্তকের যদি কখন দ্বিতীয় সংস্করণ হয়, তাহাতে এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছা রহিল।

---

* তাঁহার নিকট আমি যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছিলাম সেইগুলির প্রতিলিপি রাখি নাই, তেমন প্রয়োজনই বা কি? পাঠকবর্গের কাছে পুণ্যশ্লোক স্যর গুরুদাসের পত্রাবলীই সমাদরণীয় হইবে—আমার পত্র দেখিবার জন্য তাঁহাদের আগ্রহ না হইবারই কথা। তবে কখন কখন "কীটোঽপি সুমনঃ সঙ্গাদারোহতি সতাং শিরঃ"।

বাঙ্গালায় বিশেষণের লিঙ্গ ভেদ থাকা উচিত কিনা আপনি এই প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ইহা একটী কঠিন প্রশ্ন। আমি এক সময় মনে করিয়াছিলাম সংস্কৃত বিশেষণের পুংলিঙ্গে প্রথমান্ত রূপ বাঙ্গালায় মূলশব্দ বলিয়া লওয়া যাইতে পারে। আপনারও মত দেখিতেছি অনেকটা সেইদিকে। কিন্তু যদিও এই মত অনেক স্থলে চলে, ইহা সর্ব্বত্র চলিতে পারে না। 'রূপবান্ নারী' 'শ্রীমান্ রাধা' বোধ হয় কখনই চলিবেনা। অথচ আবার 'উপযোগিনী শিক্ষা' 'অনুযায়িনী প্রথা' সংস্কৃতের বাড়াবাড়ি বলিয়া মনে হইতে পারে। এই ভাবিয়া ইন্‌ভাগান্ত বিশেষণ ক্লীবলিঙ্গে হ্রস্বইকারান্ত রাখা ও অন্যত্র পূর্ব্বোক্ত সাধারণ নিয়ম মত পুংলিঙ্গের প্রথমান্ত রূপ প্রয়োগ অর্থাৎ দীর্ঘ ঈকারান্ত রাখা এই মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করিয়াছি, কিন্তু ইহা যে শুদ্ধ বা সুগম পথ তাহা বলিতে পারি না। বিশেষ আপনার ন্যায় সংস্কৃতভাষায় সুপণ্ডিত এবং বাঙ্গালা রচনায় সিদ্ধহস্ত ব্যক্তির মত যখন অন্যরূপ, তখন ঐ সন্দেহ আরও গুরুতর হইয়া উঠিতেছে। এ বিষয় বিশেষ বিবেচনার স্থল রহিল। দেখিব ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন্ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যুক্তিসঙ্গত।

সংস্কৃত শ্লোক বা বাক্য ইচ্ছাপূর্ব্বকই দেবনাগরাক্ষরে মুদ্রিত করাইয়াছি। আপনি দেখিতেছি বঙ্গাক্ষরের কিঞ্চিৎ পক্ষপাতী। সত্যবটে "জননী শ্রেষ্ঠাকন্যাকে অকাতরে তদীয় সম্পত্তি ব্যবহার করিতে দিয়াছেন" কিন্তু তাই বলিয়া সমৃদ্ধিশালিনী জননী কন্যার পরিচ্ছদ পরিধান করিতে ইচ্ছা করেন না। বিশেষ যখন তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ কখনও জীর্ণ বা মলিন হয় নাই, বরং কন্যার পরিচ্ছদ অপেক্ষা সর্ব্বত্র অধিকতর সুপরিচিত রহিয়াছে, তখন তাহা পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন কি? আপনি যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত বোধ হয় অধিক আছে, যথা ম্যাক্‌সমূলার।

এবং গ্রীক কবিতা ও বাক্য গ্রীক অক্ষরে মুদ্রিত হইয়া থাকে। শূদ্রগণ অনার্য্য কি না এ বিষয়ে আপনি সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। সকল শূদ্র অনার্য্য না হইতে পারেন, তবে অনেকে অনার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এবং একথা শাস্ত্রদ্বারা সপ্রমাণ না হইলেও পুরুষসূক্ত বা স্মৃতি বা অন্য কোন শাস্ত্র বিরুদ্ধ কেন বলিব ?

"রূপং রূপবিবর্জ্জিতস্য" ইত্যাদি শ্লোকটির প্রামাণিকত্বে আপনি সন্দেহ করিয়াছেন। আমি এ শ্লোকটী কোন্ পুস্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহা লিখিয়া দিয়াছি। এ শ্লোক প্রমাণিত হউক আর না হউক, এই মর্ম্মের অনেক কথাই হিন্দু শাস্ত্রে ও হিন্দু ভক্তের মুখে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের বিশ্বরূপ বা বিরাট্‌মূর্ত্তি ত এই কথাই প্রকারান্তরে বলা। ভক্ত রামপ্রসাদের কথা—"কাজ কি আমার কাশী—শ্যামা মায়ের চরণতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী" ও একটা প্রচলিত কথা—'মন চাঙ্গা ত কাঠমে গঙ্গা'—ঐ শ্লোকের একাংশের পোষকতা করে।

পশু বলিদান সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে আমি যাহা বলিয়াছি তাহার অনুকূলে শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে। তথাপি যদি এ বিষয়ে আমার কথা আপনার ন্যায় হৃদয়বান্ ব্যক্তির ব্যথাজনক হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার মত অব্যাহত রাখিয়া ভাষার সমুচিত পরিবর্ত্তন দ্বিতীয় সংস্করণে অবশ্যই করিব। আপনি আমার প্রতি প্রীতি প্রণোদিত হইয়া আমাকে আত্মজীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন। কিন্তু এ অনুরোধ রক্ষা করিতে আমি অক্ষম। আত্মজীবনী লিখিতে গেলে বোধ হয় কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া পড়িবে। কিন্তু এ বয়সে আত্মাভিমান যতদূর ছাড়িতে পারি ততই মঙ্গল। আর অধিক কি বলিব। আশা করি আপনি সর্ব্বাঙ্গীণ কুশলে আছেন। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রথমেই বলিয়াছি যে 'আত্মচরিত' লিখিবার জন্যই আমার সাগ্রহ অনুরোধ ছিল। সেই অনুরোধের অবান্তর ফলস্বরূপ 'জ্ঞান ও কর্ম্ম' পাইয়াও তৃপ্তি হইল না, আবার অনুরোধ করিয়াছিলাম। উত্তরে যাহা বলিলেন, পূর্ব্বপত্রেই দেখা গিয়াছে। যাহা হউক এই উত্তরেও আমি সন্তুষ্ট না হইয়া যুক্তি তর্ক সহকারে তৃতীয়বার আমার অনুরোধ জানাইলাম, এবং তৎসঙ্গে শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় যে তল্লিখিত "বাঙ্গালী মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার উত্তরচ্ছলে "জাহ্নবী" পত্রিকায় প্রকাশিত মদীয় প্রবন্ধটি* তাঁহার দৃষ্ট্যর্থে পাঠাইয়া দেই। পরবর্ত্তী পত্রে ঐ দুই বিষয়ের কথাই আছে।

(৩নং পত্র) ১২ই চৈত্র
১৩১৬

আপনার গত ৯ই চৈত্রের পত্র ও প্রেরিত "জাহ্নবী" পত্রিকার পৌষ খণ্ড একখানি পাইয়াছি। শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের "বাঙ্গালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার" প্রবন্ধ সম্বন্ধে আপনার প্রণীত উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা যত্নের সহিত পাঠ করিয়াছি এবং পাঠ করিয়া অতিশয় প্রীত হইয়াছি। ডাক্তার রায়ের প্রবন্ধে লিখিত অনেক-

* এই প্রবন্ধ পরিশেষে পুনর্মুদ্রিত হইয়া "বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তি নিরাস" শিরোনামে গৌহাটী সনাতন ধর্ম্ম সভা কর্তৃক প্রকাশিত "সমাজ সেবক পুস্তকাবলী"র ১ম সংখ্যারূপে প্রচারিত হইয়াছে।

গুলি কথার প্রতিবাদ আবশ্যক, এবং আপনি যেরূপ সুন্দর ভাবে তাহার প্রতিবাদ করিয়াছেন তাহা সকলের না হউক অধিকাংশ বাঙ্গালীরই প্রীতিকর হইবে। প্রতিবাদ দুই এক স্থলে একটু তীব্র হইয়াছে, কিন্তু কোনও স্থলেই অন্যায় হইয়াছে বলা যায় না। সমালোচনার ভাষা তেজের বটে কিন্তু প্রবন্ধকারের প্রতি অসম্মানসূচক নহে। এবং সমালোচনায় যে সকল যুক্তি ও প্রমাণের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা প্রায়ই অকাট্য। আমার প্রতি শ্রদ্ধাপ্রযুক্ত আপনি যেরূপ আগ্রহ সহকারে ও প্রীতিপূর্ণ বাক্যে আমাকে আত্মজীবনী লিখিতে অনুরোধ করিয়াছেন তাহা আমার পক্ষে অতীব শ্লাঘার বিষয় এবং তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে প্রাণ চাহে না। তবে দুই একটা কথা না বলিয়াও ক্ষান্ত থাকিতে পারিনা। যদিও সময়ে সময়ে অবস্থার গতিকে লোককে উপদেশ দিতে হইয়াছে এবং আত্মীয় জনগণের নিকট উদাহরণ স্বরূপ নিজ জীবনের ঘটনা বিবৃত করিতে হইয়াছে, কিন্তু সাধারণের নিমিত্ত নিজ জীবনী লিখিতে গেলে আমার জীবন বৃত্তান্ত সাধারণের জানিবার যোগ্য ইহা কার্য্যতঃ বলিতে হয়, এবং তাহা বলাতে কিঞ্চিৎ আত্মাভিমান প্রকাশ পায়। এই জন্যই আমার এ বিষয়ে এত অনিচ্ছা। আর অধিক কি বলিব।

ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯১ অব্দে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ উপাধিধারীদিগকে দুইজন ‘ফেলো’ নির্ব্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়, তখন নিয়ম ছিল যে নির্ব্বাচকগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাৎ উপস্থিত হইয়া ভোটিং পেপারে নাম লিখিবেন। পশ্চাৎ ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে সঙ্গে মোনসেফ্ সবজজগণকেও এই

অধিকার দেওয়া হয় যে তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াও ভোটিং পেপার পরিপূরণ করা যাইতে পারে। নূতন রেগুলেশন জারি হইলে কেবল রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটরা ভোট্ দিবেন, এই নিয়ম হইল। তখন তদানীন্তন ভাইস্‌চ্যান্‌সেলার মহামান্য স্যর শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে ম্যাজিষ্ট্রেট্, মোন্‌সেফ্ ও সবজজদের ন্যায় শিক্ষা বিভাগের কর্ম্মচারীদের সম্মুখেও ভোটিং পেপারে নাম লেখা যাইতে পারে এইরূপ বিধি হওয়া উচিত। স্যর আশুতোষ তাহাতে সম্মত না হওয়ায় পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসকে এ বিষয়ে একটু আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। পরবর্ত্তী চিঠিতে এই বিষয়ই আছে।

(৪নং পত্র) ৩০শে কার্ত্তিক
১৩১৭

আপনার গত ২৮শে কার্ত্তিকের পত্র অদ্য পাইয়াছি। আপনার মঙ্গল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য-নির্ব্বাচনে কলেজের অধ্যাপকদিগের সম্মুখে ভোটিং পেপার সহি করিলেই চলিবে, এই নিয়ম বিধিবদ্ধ করণার্থে শ্রীযুক্ত আশুবাবুকে ও শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদবাবুকে কিছুদিন পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম, কিন্তু তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের নিকট কোনও আশা বা উৎসাহ পাই নাই। তথাপি আর একবার বলিয়া দেখিব। আমি ভাল আছি এবং আমার বাড়ীর সমাচার আপাততঃ সমস্ত মঙ্গল।

ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

অতঃপর বোধ হয় একবার তাঁহার বাড়ীতে এই বিষয়ে মৌখিক আলোচনা হয় এবং আমি রেজিষ্ট্রার সাহেবের নিকটে নিয়মমত আবেদন করিব, এইরূপ বলিয়া আসি। ইতোমধ্যে মদীয় "প্রবন্ধাষ্টক" নামক পুস্তক প্রকাশিত হয়। তাঁহাকে একখানি এবং তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে একখানি উপহার প্রদান করি। হারাণবাবুর সঙ্গেও সেই সময়ে বিশেষ আলাপ পরিচয় হয়। যেমন পিতা তেমনই পুত্র—অতি অমায়িক ও সাধুপ্রকৃতির। পুস্তক পাঠাইয়া সঙ্গে সঙ্গে রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদনের খসড়াও পাঠান হইয়াছিল। পরবর্ত্তী পত্রে উভয় জিনিসেরই উল্লেখ আছে।

(৫নং পত্র) ২রা জ্যৈষ্ঠ
১৩১৮

আপনার পত্র ও প্রেরিত "প্রবন্ধাষ্টক" নামক পুস্তক দুইখানি পাইয়াছি। হারাণের নামীয় পুস্তকখানি হারাণকে দিয়াছি এবং আমার নামীয় পুস্তকখানি সাদরে গ্রহণ করিয়া ধন্যবাদের সহিত তাহার প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি। পুস্তকের কিয়দংশ মাত্র পাঠ করিবার সময় পাইয়াছি। যেটুকু পড়িলাম তাহাতে দেখিতেছি আপনার রচনা যেরূপ হওয়া আশা করা যায় সেইরূপই হইয়াছে। গ্রন্থের আদ্যোপান্ত পাঠান্তে যদি আর কিছু বলিবার থাকে পরে বলিব।

রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন পত্রখানি যথাযোগ্য হইয়াছে, দুই এক স্থলে দুই একটী কথার পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হয়, তাহা পেন্‌সিলে লিখিত হইল। আবেদন পত্রখানি এই সঙ্গে ফেরৎ পাঠাইলাম।

ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আবেদন পত্র রেজিষ্ট্রারের নিকটে যথারীতি প্রেরিত হইলেও তখন উহাতে কোনও ফল হয় নাই। পশ্চাৎ এ বিষয়ে যে অনেকটা সফলতা লাভ হইয়াছিল, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে। "প্রবন্ধাষ্টক" সম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে পত্রালাপ আর হয় নাই। কিছুকাল পরে সাক্ষাৎকার হইলে তিনি তদীয় মতামত মৌখিক বলিয়াছিলেন। পুস্তকখানি বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই এ-তে বাঙ্গালা রচনা রীতির আদর্শ গ্রন্থাবলী-ভুক্ত করিবার জন্য তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বভাবসিদ্ধ ন্যায়ানুগত অপক্ষপাতিত্ব প্রণোদিত হইয়া তিনি "কালিদাসের কাহিনী" বর্জ্জন করিয়া তালিকা ভুক্ত করিতে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নাই।* কালিদাসের কাহিনীতে আদিরস ঘটিত কতকগুলি শ্লোক থাকাতেই তিনি তাহা বর্জ্জনীয় মনে করিয়াছিলেন। তারপর প্রায় তিনবৎসর কাল পত্র ব্যবহার হইয়া থাকিলেও পত্রগুলি হারাইয়া গিয়াছে। ঐ গুলিতে তেমন কোনও উল্লেখযোগ্য বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয় না।

১৩২০ সালের সম্ভবতঃ পৌষমাসে মাননীয় স্যর ডাঃ শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহোদয় ল-কলেজ পরিদর্শনোপলক্ষে গৌহাটীতে আইসেন। তাঁহার সঙ্গে ভোটিং পেপার দস্তখত সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা হয়। পূর্ব্বে স্যর

* পুস্তকখানি বঙ্গ ও আসামের সর্ব্ববিধ বিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর গ্রন্থাবলীর অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রায় নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে।

গুরুদাস যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাও তিনি স্মরণ করিয়া আমার প্রস্তাবটীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন। পরে যখন তিনি ভাইস্‌চ্যান্‌সেলর হইলেন, তখন একখানি আবেদনপত্র প্রস্তুত করিয়া পূজনীয় স্যর গুরুদাসের নিকটে পরীক্ষার্থে প্রেরিত হইল। তদুত্তরে তিনি যাহা লিখিলেন, পরবর্ত্তী পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে।

(৬ নং পত্র) ২২শে ভাদ্র
১৩২১

আপনার গত ১৭ই ভাদ্রের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নামীয় একখানি চিঠির খসড়া গত ২০ শে ভাদ্র সন্ধ্যার সময় পাইয়াছি। ঐ খসড়ার ৬ দফায় লিখিত কথা* সম্বন্ধে আমি কিছুই অবগত নহি, সুতরাং এ দফায় কোন পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না। অন্যান্য দফায় পেন্‌সিলের লেখায় দুই একটা সামান্য পরিবর্ত্তন করিয়াছি। খসড়া খানি এই পত্র সহ ফেরৎ পাঠাইলাম। ঈশ্বর করুন আপনার আবেদন সফল হউক। এখানকার সমাচার আপাততঃ সমস্ত মঙ্গল।

ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই আবেদন পত্রখানি যথা সময়ে প্রেরিত হইয়াছিল,—ইহাতে আমাদের কলেজের যে সকল অধ্যাপক রেজিষ্টার্ড্

* ৬ দফায় একটা শোনা কথা লেখা গিয়াছিল যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোগণ কাউন্‌সিলের মেম্বর নির্ব্বাচন সময়ে ভোট দিবার কালে নাকি পূর্ব্বে এইরূপে ভোটিং পেপার ব্যক্তি বিশেষের সাক্ষাৎ সহি করিতেন—পশ্চাৎ ঐ প্রথা পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। স্যর গুরুদাস এ বিষয়ে উক্তরূপ মত প্রকাশ করাতে এই দফা বাদ দেওয়া হয়।

গ্র্যাজুয়েট্ ছিলেন, সকলেই সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন। ইহার কোনও জবাব পাওয়া যায় নাই। কিন্তু যখন ভোটিং পেপার আসিল তখন দেখাগেল যে নিয়ম একটু পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত যে কোনও কলেজের প্রিন্‌সিপাল্, ভোটিং পেপার কাউন্‌টার-সাইন করিবার অধিকার পাইয়াছেন। বহুদিনের আন্দোলনে কতকটা সফলতা লাভ করিয়া স্যর গুরুদাসের নিকটে হর্ষ প্রকাশ* পূর্ব্বক পত্র লিখিলাম, উত্তরে তিনিও আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

(৭নং পত্র) ১লা পৌষ,
১৩২১

আপনার গত ২৬শে অগ্রহায়ণের প্রীতিপূর্ণ পত্র পাইয়াছি। আপনি যে বিষয়ের জন্য এতদিন যত্নবান্ তাহাতে আপনার যত্ন সফল হইয়াছে দেখিয়া পরম আনন্দিত হইয়াছি। এবং আমি একা নহি রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট্ সকলেই আনন্দিত। কারণ এই নিয়ম পরিবর্ত্তনে আমাদের সকলেরই সম্মান ও সুবিধা বর্দ্ধিত হইয়াছে। আর এজন্য শ্রীযুক্ত ডাক্তার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নিকট আমরা সকলেই কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* অধ্যবসায়ের আংশিক সফলতার জন্যই যে এই হর্ষ এমন নহে; প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন না হইলে আর নির্ব্বাচনে যোগ দিবনা, তাই প্রায় ১০ বৎসর কাল ভোট্ দেই নাই।

এখন অপর এক অধ্যায়ের আরম্ভ হইল। মফঃস্বল হইতে বড় কেহ ফেলো নির্ব্বাচিত হইতে চান না, কেননা পরাজয় ধ্রুব। তথাপি মধ্যে মধ্যে এক আধটা চেষ্টা করাও ত আবশ্যক। তাই ফেলো পদপ্রার্থী হইব মনে করিলাম। পরাজয় নিশ্চিতই, তবে পুণ্যশ্লোক গুরুদাস আমাকে "নমিনেট্" করুন এই আকাঙ্ক্ষা হইল। উদ্দেশ্য, অন্ততঃ লোকে যেন এই না বুঝে যে কোথাকার কে একটা অর্ব্বাচীন লোক ফেলো হইবার স্পর্দ্ধা করিতেছে। চিঠি দিয়া আকাঙ্ক্ষা জ্ঞাপন করিলাম। এবং বঙ্গভাষায় গ্র্যাজুয়েটদিগের নিকট চিঠি লেখা যুক্ত কিনা তাহাও জিজ্ঞাসা করিলাম। তদুত্তরে এই চিঠি পাইলাম।

(৮ নং পত্র) ২৮শে ভাদ্র,
১৩২২

আপনার গত কল্যকার পত্র পাইয়া আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারিগণ কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য নির্ব্বাচিত হইবার ইচ্ছা করিয়াছেন, ইহা জ্ঞাত হইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। আপনার ন্যায় সুযোগ্য ব্যক্তি সভ্যরূপে নির্ব্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আপনাকে "নমিনেট্" করিবার জন্য আমাকে লিখিয়াছেন, কিন্তু দুঃখিত হইতেছি যে আমি আপনার সেই কথাটী রক্ষা করিতে পারিব না। তাহার কারণ এই যে যুক্তিসিদ্ধ হউক আর না হউক আমি বহুদিন হইতে স্থির করিয়াছি, কোন ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলারের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতার স্থলে কোন পক্ষাবলম্বন ভাল দেখায় না, এবং সেই অনুসারে আমি এ পর্য্যন্ত কাহাকেও "নমিনেট্" করি নাই, অনেক আত্মীয়ের অনুরোধ এড়াইয়াছি। কেবল একবারমাত্র ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ কারণ ছিল, এবং তাহাও অনেক দিন

হইয়া গিয়াছে; তাহার পর গত দশ বৎসরের মধ্যে আর কোনও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমি নির্ব্বাচনে ভোট দিয়া থাকি, তবে ভোট দেওয়া ও "নমিনেট" করার প্রভেদ এই যে ভোট দেওয়া সকল প্রার্থীর নাম জানিয়া তন্মধ্যে যোগ্যতমকে নির্ব্বাচন করা, এবং "নমিনেট্" করা অগ্রেই একজনের পক্ষাবলম্বন করা। এস্থলে আমার বিশেষ করিয়া বলা আবশ্যক যে আপনি যেন মনে না করেন আপনার যোগ্যতার প্রতি আমার কোনরূপ সন্দেহ আছে এবং সেই সন্দেহ আপনার কথা রক্ষা না করার আর একটা কারণ। প্রকৃতপক্ষে আমার মনে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্যের যে সকল গুণ থাকা আবশ্যক আপনার তাহা প্রায় সমস্তই পূর্ণমাত্রায় আছে। আপনি * * * * ।* আশা করি আপনার চেষ্টা সফল হইবে।

বাঙ্গালা ভাষায় পত্র লিখিবার যে মানস করিয়াছেন তাহাতে কোনও দোষ দেখি না। তবে যে সকল উপাধিধারীর মাতৃভাষা বাঙ্গালা নহে, যথা বিহারী গ্র্যাজুয়েট্, তাঁহাদিগকে বোধ হয় ইংরেজী ভাষাতেই পত্র লিখা উচিত। আপনার কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। এখানকার সমাচার আপাততঃ এক প্রকার মঙ্গল। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই পত্রে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালা ভাষায় রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট্গণের নিকটে একখানি পত্রের মোসাবিদা করিয়া তদীয় অনুমোদনার্থ পাঠাইয়া দিলাম। তাহাতে তাঁহার নামোল্লেখ পূর্ব্বক আমার সম্বন্ধে তদীয় অভিমতটুকু উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছিলাম। যে কারণে তাঁহার "নমিনেশন"

* নিজের কথা যথেষ্ট বলা হইতেছে, তথাপি এই বিশেষণগুলি এস্থলে প্রচারিত করিয়া অপরাধের মাত্রা আর বাড়াইতে চাই না।

চাহিয়াছিলাম, সেই কারণেই তাঁহার কৃত প্রশংসাবাক্য ঐ চিঠিতে দেওয়া আবশ্যক মনে করিয়াছিলাম। যথা সময়ে উত্তর পাইলাম যে, আমার সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্যটী প্রকাশ্য পত্রে উল্লেখিত হইতে দিতে তিনি সম্পূর্ণ অনিচ্ছুক। দুঃখের বিষয় সেই পত্রখানি হারাইয়া গিয়াছে। যাহা হউক ঐ পত্রে যে সকল কথা ছিল পরবর্ত্তী পত্রখানিতেও প্রায় সেই সকল যুক্তি তর্কই রহিয়াছে। আমি সেই পত্রখানি পাইয়া একটু বিরক্তি ও অভিমান প্রদর্শন পূর্ব্বক চিঠি লিখি। তাহাতে তিনি যে উত্তর দেন, তাহা পরবর্ত্তী চিঠিতে দেখা যাইবে।

(৯নং পত্র) ১৮ই আশ্বিন
১৩২২

আপনার ১১ই আশ্বিনের পত্রখানি পাঠ করিয়া দুঃখিত হইলাম। আমি পুর্ব্ব পত্রে* যে সকল হেতু দর্শাইয়া আপনার আবেদন পত্র হইতে আমার মন্তব্যটী উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছি, তাহা সমস্তই যে আপনার ন্যায় ধীরবুদ্ধি বিচক্ষণ ব্যক্তির নিকটে একেবারে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হইয়াছে, ইহা আমার পক্ষে বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

ইহাতে দেখিতেছি এ বিষয়ে আপনার ও আমার মতের এত মৌলিক পার্থক্য যে যুক্তি দ্বারা আমি আপনাকে আমার মতে আনিতে পারিব এ আশা করা বৃথা। কিন্তু আবার ইচ্ছা করি না যে আপনার তুল্য একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তি মনে করিবেন আমি লোককে অসঙ্গত

* এখানি যে হারাইয়া গিয়াছে তাহা পুর্ব্বেই বলিয়াছি।

অনুরোধ করি বা যুক্তিযুক্ত কার্য্যে বিরত, বা আপনার মনস্তুষ্টির জন্য একটী মন্তব্য লিখিয়া তাহা সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত। আমি যে মন্তব্যটী লিখিয়াছি তাহা আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে ঠিক, এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি তাহাই বলিব।

আপনিও আপনার বন্ধুগণকে তাহা জানাইয়াছেন, তাহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। কিন্তু আপনার সাধারণ আবেদন পত্রে সেই মন্তব্য প্রকাশ ও অযাচিত ভাবে তাহা নির্ব্বাচকগণের নিকট প্রচার, আপনার পক্ষে আমার প্রতি অযথা গৌরব আরোপ, এবং আমার পক্ষে তাহা নিবারণ না করা অমিত আত্মগৌরব প্রদর্শন। তাহা আমার পক্ষে অতি ক্লেশকর।

আপনি লিখিয়াছেন, আমার মন্তব্যটি না প্রকাশ করিতে পারিলে আপনার 'বিরত হওয়াই উচিত'। তাহা কেন হইবে। ইহাতেই দেখিতেছি আপনি আমার মন্তব্যের উপর অসঙ্গত অধিক মূল্য নির্দ্দেশ করিতেছেন। কিন্তু অপরে তাহা করিবে না বরং আপনি যেরূপ আড়ম্বরের সহিত তাহা প্রকাশ করিতে চাহেন তাহাতে তাহা অনেকের নিকট হেয় হইবে।

আমার পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশিত হেতুর বিরুদ্ধে আপনি লিখিয়াছেন, "নিজের যোগ্যতা সম্বন্ধে সাধারণের মতই তো জ্ঞাপনীয় ও আদরণীয়।" নিজের মত অপেক্ষা সাধারণের মত অবশ্যই অধিকতর গ্রাহ্য। কিন্তু একজনের মত তো সাধারণের মত নহে এবং মত অপেক্ষা মতের মূল বা হেতু, অর্থাৎ যে সকল কার্য্য বা অবস্থা দৃষ্টে সেই মত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই অধিকতর গ্রাহ্য। আমার মতের হেতু ছাড়া কেবল আমার মতটী অন্যের নিকট বিশেষ কার্য্যের না হইতে পারে।

কোন ভূতপূর্ব্ব ভাইস্‌চ্যান্‌সেলারের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা স্থলে কোনও পক্ষাবলম্বন উচিত নহে এই কথা আমি পূর্ব্ব পত্রে

বলিয়াছি। আর এজন্য আমি আপনাকে নমিনেট্ করিতে অস্বীকার করিয়াছি এবং আরও কয়েকজনকে নমিনেট্ করিতে অস্বীকার করিয়াছি। তাহার পর আপামর সাধারণের নিকট আবেদন পত্রে আমার মন্তব্য প্রকাশিত হইলে আমি যে দোষ এড়াইতে চাহি সেই দোষ আরও অধিক মাত্রায় ঘটিবে, একথার প্রতি আপনি বিশেষ লক্ষ্য করেন নাই। তাহার কারণ এই যে ইহাতে দোষ আছে বলিয়া আপনি স্বীকার করেন না। কিন্তু ভাইসচ্যান্‌সেলারদের পদের গৌরব রক্ষার্থে, ভাগ্যক্রমে যিনি ঐ পদপ্রাপ্ত হন তাঁহার পক্ষে পরে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা ও তজ্জনিত সম্ভাবনীয় বিরোধ স্থলে একটু তফাতে থাকাই বোধ হয় কি ভাল নয়? আপনি বলিয়াছেন, আমি একদিন পাঠ্য নির্ব্বাচক সমিতির সভাপতি ছিলাম, তাই বলিয়া কি আমি পাঠ্য সম্বন্ধে মত দিব না, না দিই না? প্রকৃত অবস্থা জ্ঞাত থাকিলে আপনি এ কথা বলিতেন না। প্রকৃত পক্ষে যে সকল পুস্তক নির্ব্বাচন জন্য ঐ সমিতির নিকট যাইবে জানি বা যাওয়া সম্ভবপর মনে করি, তৎসম্বন্ধে আমি মত প্রকাশ করি না ইহা অনেকেই জানেন। তবে যদি কেহ পুস্তক ঐ সমিতিকে পাঠাইবেন না এই কথা বলিয়া আমার মত লয়েন এবং পরে আপন অভিপ্রায় পরিবর্ত্তন করেন তজ্জন্য আমি দায়ী হইতে পারিনা। আমার মন্তব্যটী আপনি যে ভাবে প্রকাশ করিতে চাহেন তাহাতে আপনার বিশেষ উপকার হইবেনা এবং আমার কিঞ্চিৎ অপকার হইবে, এই বিশ্বাসে আমি আপনার পত্রের মুসাবিদা হইতে তাহা উঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিয়াছি এবং এখনও করিতেছি। আমার অপকার এই যে ব্যক্তিগত প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থলে আমি যে রূপ নির্লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করি তাহার ব্যাঘাত ঘটিবে, যাঁহাদিগকে নমিনেট করিতে অস্বীকার করিয়াছি, তাঁহাদের মধ্যে অনেককে কৈফিয়ৎ দিতে হইবে এবং কাহারও কাহারও নিকট একটু অসঙ্গত কার্য্য করা দোষে

দোষী বলিয়া পরিগণিত হইতে হইবে। আপনার হিতাহিত বিবেচনার কর্ত্তা আপনি। কিন্তু যথাজ্ঞান আমার হিতাহিত বিবেচনার ভার আমার উপর। এই ভাবিয়া আমার অনুরোধটি রক্ষা করিবেন। আর অধিক কি লিখিব। আপনি মুসাবিদার নকল রাখিয়াছেন এই মনে করিয়া আপনার পূর্ব্বপত্র সহ প্রেরিত মুসাবিদা খানি ফেলিয়া দিয়াছি, এবং খুঁজিয়া তাহা পাইলাম না। অতএব দুঃখিত হইতেছি তাহা ফেরৎ পাঠাইতে পারিলামনা। বলা বাহুল্য এত কথার পর আপনি "ফেলো" নির্ব্বাচনে সফল প্রযত্ন হইলে সুখী হইব।

ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এত কথার পরে আর তদীয় মন্তব্য আবেদন পত্রে রাখা কোনও ক্রমেই সঙ্গত হইত না; তথাপি তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার নামটি গোপন করিয়া মন্তব্যটা রাখা যায় কিনা, এই চেষ্টা করিবার বাসনা হইল। তাই লিখিলাম যে, অভিমানপূর্ব্বক যাই বলিয়া থাকি না কেন যখন বন্ধু বান্ধবদিগকে জানাইয়াছি যে নির্ব্বাচনে দাঁড়াইব, তখন তাহা ধ্রুব পরাজয়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও করিব। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ৺পূজার বন্ধে তাঁহার সঙ্গে কিছু পরামর্শ করিতে হইবে। কখন পর্য্যন্ত গেলে তাঁহাকে বাড়ী পাওয়া যাইবে, জিজ্ঞাসা করি। তদুত্তরে এই পত্র লিখেন।

(১০ নং পত্র) ১৯শে আশ্বিন
১৩২২

আপনার গত কল্যকার পত্র অদ্য বৈকালে পাইয়াছি। আপনার পূর্ব্বকার দুইখানি পত্রের উত্তরে যে পত্রদ্বয় লিখিয়াছি তাহাতে আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ যথেষ্ট ছিল, এবং তজ্জন্য কিঞ্চিৎ অসুখী হইতে হইয়াছে। আপনার এই শেষ পত্রের উত্তরে নিরবচ্ছিন্ন আশীর্ব্বাদ লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম, ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আপনি ঈপ্সিত বিষয় হইতে বিরত হয়েন নাই, ইহা যথাযোগ্য হইয়াছে। বিরত হইলে আমার উপর অভিমান করিয়া ঐরূপ করিয়াছেন এই মনে করিয়া আমি অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হইতাম। ৺শারদীয় পূজার বন্ধে আপনি কলিকাতায় আসিলে আপনার সহিত সাক্ষাৎকার লাভে সুখী হইব। আমি পূজার পর শুক্ল চতুর্দ্দশী পর্য্যন্ত বাড়ীতেই থাকিব। তাহার পর অল্পদিনের জন্য মধুপুর যাইতে ইচ্ছা আছে, কিন্তু যাওয়ার ঠিক নাই। এবং গেলেও এক সপ্তাহ পরেই ফিরিয়া আসিব। এখানকার সমাচার আপাততঃ সমস্ত মঙ্গল। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

কলিকাতায় গিয়া সাক্ষাৎ করিয়া ঠিক্ করিলাম যে তাঁহার নাম না লইয়া "কলিকাতার কোনও দেশমান্য, বরেণ্য* ব্যক্তি" এইরূপ লিখিলে তাঁহার কোনও আপত্তির

* স্বাভাবিক বিনয় সহকারে ঐ বিশেষণ দ্বয়েরও তিনি প্রতিবাদ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা রাখিয়া দিয়াছিলাম; নচেৎ মন্তব্য মূল্যহীন হইত।

কারণ থাকিবে না। প্রতিযোগিতায় সর্ব্বনিম্নে স্থানলাভ করিয়া পূজনীয় স্যর গুরুদাসকে অবস্থা জানাইয়াছিলাম। অপিচ, তৎসমকালে আর একটী বিষয়ে তাঁহার অভিমত জানিতে চাই। পূর্ব্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষকসমূহের নিয়োগ হইলেই সংবাদ পত্রগুলিতে নাম প্রকাশিত হইত। সেইবার (১৯১৩ অব্দে) তাহা হয় নাই। এজন্য কে পরীক্ষক হইলেন, কে হন নাই, সহযোগী বা প্রধান পরীক্ষকই বা কে হইলেন, ইত্যাদি জানিতে পারা যায় নাই। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করিব সংকল্প করিয়া তাঁহাকে ফেলো নির্ব্বাচনের ফল জানাইবার সঙ্গে সঙ্গে ঐ বিষয়ও লিখি তদুত্তরে পরবর্ত্তী পত্রখানি পাইলাম।

(১১নং পত্র) ১লা ফাল্গুন,
১৩২২।

আপনার গতকল্যকার পত্র পাইয়াছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্য নির্ব্বাচনের ফল সম্বন্ধে নূতন কথা কিছুই বলিবার নাই। পরীক্ষকগণের নাম প্রথমে প্রকাশ করা যাইত। পরে কিছুদিন তাহা বন্ধ থাকে। তাহার পর বোধ হয় ১৯০৫ সাল হইতে আমার প্রস্তাবে পুনরায় নাম প্রকাশ হইয়া আসিতেছিল। এ বৎসর কি কারণে সে প্রথা রহিত হইল জানি না। আমার বিবেচনায় নাম প্রকাশ হওয়াই কর্ত্তব্য। কারণ তাহা হইলে সকল পরীক্ষার্থীই নাম জানিতে পারে এবং তাহাতে কোন বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কিন্তু নাম অপ্রকাশ রাখিলে তাহা সম্পূর্ণ অপ্রকাশ থাকে না, কতকগুলি পরীক্ষার্থী জানিতে পারে তবে

সকলে পারে না, এবং সেই বৈষম্য গর্হিত। এ সম্বন্ধে কোনরূপ আন্দোলন করিবার পূর্ব্বে একবার ভাইসচ্যান্‌সেলর মহাশয়কে লিখা উচিত। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁহার আদেশমতে স্যর শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়কে চিঠি দিয়াছিলাম এবং স্যর গুরুদাসের চিঠিখানিও তদীয় অবলোকনার্থ প্রেরণ করিয়াছিলাম। তিনি লিখিয়াছিলেন—

"The University has nothing to do with the publication of Examiners' list in the newspapers. It all depends upon newspaper enterprise. Any newspaper that applies for the list gets it and publishes it."

তাঁহার এই মন্তব্য "বঙ্গবাসী," "সঞ্জীবনী" প্রভৃতি বহু পত্রিকায় পাঠান হইয়াছিল—কেবল "বঙ্গবাসী" সেইবার (১৯১৩ সনে) পরীক্ষকের লিষ্ট ছাপাইয়াছিলেন। পরবৎসরও "বঙ্গবাসী" এই অর্ডারের নকল নিয়াছিলেন। কিন্তু আর পরীক্ষক তালিকা তদবধি কোনও কাগজে দেখা গেল না। এই ব্যাপারের এখানেই যবনিকা পতন হইল।

অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্ব্বাচন সম্বন্ধে কয়েকটী প্রস্তাব করিয়া একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত করি, এবং তদ্বিষয়ে পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসের অভিপ্রায় জানিবার নিমিত্ত আবেদনের কাগজপত্র তাঁহার নিকটে প্রেরণ করি। ইহাতে

মোটামুটি এই কয়টি কথা ছিল :—নির্ব্বাচন প্রথার সৃষ্টি অবধি উকীল শ্রেণীই প্রায়শঃ নির্ব্বাচিত হইয়া আসিতেছেন, তারপর ডাক্তারগণ; কিন্তু অধ্যাপকগণ অতি কদাচিৎ কেহ নির্ব্বাচিত হইতে পারিয়াছেন। অপিচ মোফঃসলের কেহ কোনওদিন (কেবল বোধহয় বাঁকীপুরের উকীল ৺গুরুপ্রসাদ সেন ব্যতীত) নির্ব্বাচিত হন নাই। অতএব এইরূপ নিয়ম হওয়া উচিত যে দুইজন নির্ব্বাচিত ব্যক্তির অন্ততঃ একজন যেন অধ্যাপক হন; এবং মধ্যে মধ্যে মোফঃসলের জন্য একটী ফেলোশিপ রিজার্ভ্ করা আবশ্যক। এছাড়া আরও দু একটা কথা ছিল সেগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নহে।

স্যর গুরুদাস তদুত্তরে লিখিলেন :—

(১২নং পত্র) ৯ই চৈত্র
১৩২২

আপনার গত ৬ই চৈত্রের পত্র কল্য পাইয়াছি। আপনি যে বিষয়ে আবেদন করিবার মানস করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে আমি কোনও পরামর্শ দিতে ইচ্ছা করি না। অতএব আপনার প্রেরিত কাগজগুলি এই পত্রসহ ফেরৎ পাঠাইলাম, তজ্জন্য কিছু মনে কবিবেন না। আপনার কুশল সমাচার জ্ঞাত হইয়া সুখী হইলাম। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই বিষয়ে তদীয় অভিপ্রায় স্পষ্ট বোঝা গেল না, কেননা ইহাতে তিনি যুক্তি তর্কের কোনও অবতারণা করেন নাই। এসম্বন্ধে তাঁহার সঙ্গে বিচার বিতর্ক করাও সঙ্গত মনে করিলাম না। তবে ফলাফল কি হইবে তাহা স্পষ্টই

বুঝিলাম। কিন্তু "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন"—শ্রীভগবদ্বাক্য স্মরণ করিয়া যথা সময়ে আবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরিত হইল। এবিষয়ের বিচারের জন্য একটী ক্ষুদ্র কমিটিও নাকি হইয়াছিল। তারপর যেমন হইবার তাই হইয়াছে—অর্থাৎ মূল বিষয়ের কিছুই হয় নাই। কিন্তু তখনও অপর একটী বিষয়ে কিঞ্চিৎ লেখাপড়া করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিয়োগ বিষয়ে অনেক খামখেয়ালী হইয়া থাকে। দুই একজন সিণ্ডিকেটের মেম্বরও স্বয়ং নানা বিষয়ে প্রশ্নকর্ত্তৃত্বের ও পরীক্ষকতার ভার গ্রহণ করিয়া বেশ দু পয়সা উপার্জ্জন করিয়া থাকেন—এদিকে অনেক যোগ্য ব্যক্তি হয়তো তদ্বিরের অভাবে পরীক্ষক হইতে পারেন না।

আমার প্রস্তাব মোটামুটি এই ছিল—

(১) সিণ্ডিকেটের মেম্বর বা বোর্ড অব্ ষ্টাডিজের মেম্বর কাহারও পারতপক্ষে পরীক্ষক (এবং প্রশ্নকর্ত্তা) নিযুক্ত হওয়া উচিত নহে। তবে বিষয় বিশেষে পরীক্ষক দুর্লভ হইলে, এবং উচ্চতর পরীক্ষাগুলিতে (যথা এম্ এ, পি-এইচ ডি, ইত্যাদিতে) হইতে পারেন।

(২) টেবুলেটারগণ হেড্ এগ্‌জামিনার হইতে পারিবেন না, এবং এক হেড্ এগ্‌জামিনার একাধিক প্রশ্নপত্রের চার্জ্জে থাকিতে পারিবেন না।

(৩) কলেজের অধ্যাপক যাঁহারা আছেন ও ছিলেন তাঁহারা ভিন্ন (বিশেষ বিষয় ব্যতীত) অপর কেহ পরীক্ষক হইতে পারিবেন না।

(৪) একজন একাধিক বিষয়ে পরীক্ষক হইতে পারিবেন না; তবে উচ্চতর পরীক্ষাগুলিতে পরীক্ষকের দুর্লভতা ঘটিলে বিষয় বিশেষে পারিবেন।

পূজনীয় স্যর গুরুদাসকে আমার প্রস্তাবের খসড়াখানি তদীয় অবলোকনার্থ প্রেরণ করিলে তিনি যে উত্তর দিয়াছিলেন পরবর্ত্তী পত্রে তাহা দৃষ্ট হইবে।

(১৫নং পত্র) ১৭ই জ্যৈষ্ঠ
১৩২৩

আপনার গত ১৪ই জ্যৈষ্ঠের পত্র ও তৎসহ প্রেরিত একখানি মন্তব্যের খসড়া অদ্য পাইয়াছি। পরীক্ষক নিযুক্তকরণ বিষয়ে আপনার মন্তব্য লিখনের প্রস্তাব আমি অনুমোদন করি নাই এবং এরূপ আভাসও দিয়াছিলাম যে, আমি আপনার উক্ত বিষয়ের মন্তব্য দেখিব না।* আপনি বৃথা কষ্ট করিয়া ঐ মন্তব্য আমাকে দেখাইবার জন্য পাঠাইয়াছেন।

এই সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেগুলেশনের ২৫ অধ্যায়ের ১৪ ধারা দ্রষ্টব্য, কেবল এই মাত্রই এস্থলে বলিলাম।

মন্তব্য দেখিলাম না বলিয়া কিছু মনে করিবেন না। ইহা আদৌ আমি অনুমোদন করি না। মন্তব্যখানি এই পত্রসহ ফেরৎ পাঠাইলাম। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* এবিষয়ে ইতঃ পূর্ব্বে তাঁহার বাড়ীতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে মৌখিক আলোচনা করিয়াছিলাম। তখন যদিও তিনি উৎসাহ দেন নাই, তথাপি তাঁহাকে পূর্ব্বে না দেখাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় সমীপে আবেদন পাঠাইব না একথা তাঁহাকে বলিয়া আসিয়াছিলাম।

রেগুলেশনের ২৫ অধ্যায়ের ১৪ ধারাটি এই যে সিণ্ডিকেটের অথবা বোর্ড অব্ ষ্টাডিজ্ এর কোনও মেম্বরের পরীক্ষকতা গ্রহণ নিষিদ্ধ হইবে না। ঐ রেগুলেশনের পূর্ব্বে ইঁহারা পরীক্ষক হইতে পারিতেন না—এখন হইতে তাহা হইতে পারিবেন। এই নিষেধ রদ কেন হইল, বুঝিতে হইলে রেগুলেশনের বিধাতা কাহারা ছিলেন, ইত্যাদি নানা বিষয়ের আলোচনা করিতে হয়। তাহা এস্থলে অনাবশ্যক। ফলকথা, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা স্বতন্ত্র। দুঃখের বিষয় স্যর গুরুদাস হইতেও প্রত্যাশিত উৎসাহ লাভ করিতে পারি-নাই। ফলাফল তো জানা কথা—বলা বাহুল্য।

অতঃপর আর একটী বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল, যাহাতে স্যর গুরুদাস তাঁহার অজানামতে আলোচনার বিষয়ীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলনে মাননীয় বিচারপতি স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয় সভাপতি ছিলেন। সভাপতি বরণের সময়ে অনেক অতি-শয়োক্তি শুনা গেল—তন্মধ্যে একটী এই যে স্যর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ভাষার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। আবার সম্মিলনের সাহিত্য শাখার অধিবেশনে শ্রীযুক্ত অজরচন্দ্র সরকার মহাশয় "বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভাষা" নামক একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন, তাহাতেও স্যর আশুতোষেরই জয় ঘোষণা হইয়াছিল। আমি "নব্যভারতে" (মাঘ, ১৩২৩) "বাঁকীপুর সাহিত্য সম্মিলন" প্রবন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার প্রবর্ত্তন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া প্রদর্শন করি যে

পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাল ভাবেই ছিল—মধ্যে প্রায় লোপের মত হইয়াছিল; তবে সমষ্টিভাবে সাহিত্য পরিষদ এবং ব্যক্তিগতভাবে স্যর গুরুদাস চেষ্টা করিয়া ইহার পুনঃ প্রবর্ত্তন করাইয়াছেন।*

আমার হস্তলিপির অস্পষ্টতায় (কতকটা মুদ্রাকর প্রমাদ বশতঃ ও) "নব্যভারতে"র প্রবন্ধে কয়েকটা মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। স্যর গুরুদাস তাহা দেখিলে হয় তো বিরক্ত হইবেন, এই আশঙ্কায় তাঁহাকে উক্ত ভুলগুলি জানাইয়া দেই এবং অনুরোধ করি যে "নব্যভারতে"র প্রবন্ধটী যেন অবশ্যই তিনি পড়েন, এবং যেন প্রদর্শিত ভুলগুলি সংশোধন পূর্ব্বক তাহা পাঠ করেন। তদুত্তরে নিম্নোদ্ধৃত পত্র খানি পাইলাম।

(১৪ নং পত্র) ৬ই ফাল্গুন
১৩২৩

আপনার গত কল্যকার পত্র পাইয়াছি। আমি "নব্যভারত" পত্রিকার গ্রাহক বটে, কিন্তু নিয়মিত পাঠক নহি। যদি গত মাঘের সংখ্যা খুঁজিয়া পাই তবে অবশ্যই পাঠ করিব। অন্ততঃ যে অংশে আপনার প্রবন্ধ আছে তাহা পাঠ করিব। "নব্যভারত" সম্পাদক আপনার লেখা পড়িতে না পারিয়া অনেক স্থানে যে ছাপিতে ভুল করিয়াছেন, তাহা

* "বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার প্রবর্ত্তক কে?" ইতি শীর্ষক যে প্রবন্ধ এই গ্রন্থে (চতুর্থ অধ্যায়ে) যোজিত হইয়াছে তাহাতে এ বিষয়ের ঐ আলোচনা রহিয়াছে।

আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। আপনি আমাকে শ্রদ্ধা করেন এবং মধ্যে মধ্যে পত্র লিখেন, তাহাতে আপনার লেখা আমার এক প্রকার সুপরিচিত তথাপি আপনার পত্রপাঠ করা সহজ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়না। অনেকবার এই কথা আপনাকে বলিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, এবার সুযোগ পাইয়া সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিলাম। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবন্ধটিতে তাঁহার সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা হইয়াছিল, তাহা ঠিক লেখা হইয়াছে কিনা, ইহা জানা আমার আবশ্যকও ছিল। কেন না ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদ হইবে, তাহা প্রত্যাশিত ছিল। তাই, প্রায় তিন সপ্তাহ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার কোনও পত্র পাইলাম না, তখন "নব্যভারত" তিনি খুঁজিয়া পান নাই, ইহাই ধারণা হইল। তাই আমার "নব্যভারত"খানি সংশোধন করিয়া পাঠার্থে তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দেই। তদুত্তরে তাঁহার নিকট হইতে পরবর্ত্তী চিঠিখানি পাওয়া গেল।

(১৫ নং পত্র)   ২৯শে ফাল্গুন ১৩২৩।

আপনার পত্র ও প্রেরিত "নব্যভারত" পত্রিকার মাঘমাসের সংখ্যা পাইয়াছি। পত্রিকাখানি আপনি যত্ন করিয়া পাঠাইয়াছেন, তজ্জন্য আপনার নিকট বিশেষ বাধিত বোধ করিতেছি। আপনার রচিত প্রবন্ধটী পাঠ করিয়াছি। তাহার ভাষার পারিপাট্যে ও রচনা নৈপুণ্যে আপনার সিদ্ধ হস্তের লেখা যেমন হয় সেইরূপই হইয়াছে। কিন্তু

প্রবন্ধের বিষয় সম্বন্ধে আমার কিছু বলা উচিত নহে, কারণ তাহা আমাকে লইয়াই। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, এ প্রবন্ধটী না লিখিলেই আমার পক্ষে ভাল হইত। আর অন্ততঃ ইহার বিষয় বাহুল্য ও ভাষার তীব্রতা না থাকাই উচিত ছিল। আপনি যাহা লিখিয়াছেন, সত্যের অনুরোধেই লিখিয়াছেন, তাহা আমি জানি। আমি ইহাও জানি যে আমি আপনাকে লিখিতে অনুরোধ করি নাই, এবং আমি আরও জানি আপনি কাহারও অনুরোধে কোনও কথা লিখিবার লোক নহেন। কিন্তু যাহারা আপনাকে ও আমাকে না জানে তাহারা সহজেই মনে করিতে পারে আপনি আমার অনুরোধে এই প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, কারণ এরূপ লেখা অনেক স্থলেই ব্যক্তি বিশেষের অনুরোধে হইয়া থাকে, সত্যের অনুরোধে হয় না। যাহা হউক গতানুশোচনা বৃথা। পত্রিকা খানি অদ্য ডাকে ফেরৎ পাঠাইলাম। ইতি—

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অতঃপর যে পত্রখানি প্রকাশিত হইতেছে ইহা আমার নিকটে তদীয় শেষ পত্র। একজন ব্রাহ্মণজায়া বারবনিতা কর্ত্তৃক বিপথ গামিনী হইয়া তিনমাসের অধিককাল বেশ্যাবৃত্তি করিয়াছিল। পুলিশের সাহায্যে উদ্ধার লাভ করিলে ঐ নারীকে সমাজে উঠাইবার নিমিত্ত বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসভার সম্পাদক মহাশয় এবং কতিপয় উচ্চশিক্ষিতব্যক্তি আন্দোলন করেন, এবং কয়েকজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমার নিকটে এ ব্যবস্থাটা ভাল বোধ হইলনা। প্রতিবাদের আয়োজন করিয়া, যে সকল সম্ভ্রান্ত সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি হুজুকে বিচলিত না হইয়া ধর্ম্মবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত

হন, তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজনের মত সংগ্রহ করি।* পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাসের অভিমত জিজ্ঞাসা করিলে তিনি যে উত্তর দেন তাহা পরবর্ত্তী চিঠিতে দৃষ্ট হইবে।

(১৬ নং পত্র) ২৪শে শ্রাবণ ১৩২৫।

আপনার গত ২২শে শ্রাবণের পত্র অদ্য পাইয়াছি। আপনি যে বিষয়ে আমার মত জানিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সে বিষয়ে নানা কারণে মত প্রকাশ করিতে আমি ইচ্ছা করিনা।

তবে ব্যক্তিগত ভাবে বিশেষ করিয়া কিছু না বলিয়া সাধারণ ভাবে এই কথা বলিতে পারি যে, যদি কোনও স্ত্রীলোক যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও বলদ্বারা নিতান্ত পরাভূত ও আত্মরক্ষায় অশক্ত হইয়া পরপুরুষ কর্ত্তৃক উপভুক্ত হয়, এবং তাহার স্বামী বা অন্য অভিভাবক তাহাকে গৃহে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে অন্যের বাধা দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু সমাজে তাহাকে গ্রহণ করার পক্ষে একটী প্রবল বাধা এই যে সেই গ্রহণ করার ফল সমাজের পক্ষে অশুভকর হইবার সম্ভাবনা। ঐ রূপ স্থলে স্ত্রীলোকটী নির্দ্দোষী এবং ঐ দুর্ঘটনা তাহার দুরদৃষ্ট ও তাহার জন্য সকলের হৃদয়ই ব্যথিত হইবে। কিন্তু তাহার ভাল করিতে গিয়া সমাজের মন্দ করা হইবে কিনা ইহা বিশেষ চিন্তার বিষয়। সংক্রামক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরও দোষ নাই, তাহার দুরদৃষ্টমাত্র, কিন্তু সমাজ তাহার সংশ্রব ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইতি

শ্রীগুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* প্রতিবাদ প্রবন্ধ "ব্রাহ্মণ সভা"র মুখপত্র "ব্রাহ্মণ সমাজে" প্রেরিত হইয়াছিল; এবং যদিও প্রেরণের পূর্ব্বে সম্পাদকীয় অনুজ্ঞা লাভ করিয়াছিলাম, তথাপি প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয় নাই—চাহিয়া ফেরতও পাওয়া যায় নাই।

উপসংহার

মহাত্মা স্যর গুরুদাসের মৃত্যুর পূর্ব্বেই শ্রীযুক্ত হারাণ বাবুকে তদীয় জীবন চরিতের জন্য মাল মসল্লা সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। মৃত্যুর পরে যখন এ বিষয়ে কি করা হইতেছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, এবং আমার কাছে যে সকল চিঠি আছে, সেগুলি ব্যবহারোপযোগী মনে করিলে তাহা দিতে প্রস্তুত আছি, এ কথা জানাইলাম, তখন হারাণ বাবু যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলেন, তাহারও প্রতিলিপি এখানে দিলাম। কিন্তু যদিও উত্তরে চিঠিগুলি প্রয়োজন মতে নিবেন জানাইলেন, তথাপি সব গুলিরই যে ব্যবহার হইবে, তাহার সম্ভাবনাই বা কি, অথচ সত্বর সদ্ব্যবহার না হইলে এই সকল চিঠি ক্রমশঃ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে, তাই ভবিষ্যতের উপর নির্ভর না করিয়া এ ভাবেই স্বর্গীয় মহাত্মার চিঠিগুলির যতটা আছে প্রকাশ করা হইল।

শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পত্র।

শ্রীহরিঃ শরণম্।

নারিকেলডাঙ্গা

২৫শে মাঘ ১৩২৫।

নমস্কার পূর্ব্বক নিবেদন,

আপনার ২৩শে মাঘের পত্র পাইয়া সমস্ত অবগত হইলাম। আপনার পূর্ব্বকার পত্র ও পাইয়াছিলাম, উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করি নাই। আমার তৃতীয় ভ্রাতা পিতৃদেবের বিস্তৃত জীবনধারা

লিখিতে আরম্ভ করিয়াছে। পিতৃদেব সম্বন্ধীয় Important Correspondence সমস্তই উহাতে প্রকাশিত হইবে।* আপনার নিকট যে সকল চিঠি আছে, আবশ্যক বিবেচনা হইলে পাঠাইয়া দিতে লিখিব।

আপনি তাঁহাক যে সকল চিঠি লিখিয়াছেন তাহা তিনি রাখেন নাই।

আমার শরীর বড় ভাল নাই। মনে কিছুমাত্র উৎসাহ নাই। অত্রত্য এক প্রকার মঙ্গল। ইতি

ভবদীয়—

শ্রীহারাণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* সম্প্রতি ইহা (ইংরেজীতে) প্রকাশিত হইয়াছে, নাম "Reminiscences Speeches and Writings of Sir Gooroo Dass Banerjee."

চতুর্থ অধ্যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার প্রবর্ত্তক কে ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে ১৮৬৮ অব্দ পর্য্যন্ত বঙ্গ ভাষা বি এ পরীক্ষায়ও পাঠ্য ছিল—বি এতে পুরুষ পরীক্ষা, প্রবোধ চন্দ্রিকা, বত্রিশ সিংহাসন, কাশীদাসী মহাভারত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ ইত্যাদি গদ্য পদ্য সাহিত্য এবং ব্যাকরণও ছিল। তৎপর ১৮৬৯ হইতে ১৮৮৪ পর্য্যন্ত বাঙ্গালা পুরুষ-পরীক্ষার্থীর জন্যে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা ব্যতীত অন্যান্য পরীক্ষায় উঠিয়া গেল। এণ্ট্রান্সে সংস্কৃতের সঙ্গে একটা ইংরেজী হইতে বাঙ্গালা অনুবাদের পরীক্ষা গৃহীত হইত।

১৮৮৫ হইতে পরীক্ষা প্রণালীর অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু বাঙ্গালা তেমনই থাকিয়া গেল। কেবল ১৮৮৬ অব্দ হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার অনুবাদের সঙ্গে বাঙ্গালা রচনা লেখার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইল।

১৮৯১ অব্দের বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে তদানীন্তন ভাইস্ চ্যানসেলার পুণ্যশ্লোক স্যর শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলিয়া ছিলেন—

"I also deem it not merely desirable but necessary that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our

examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worth study. * * * In laying stress upon the importance of the study of our Vernaculars I am not led by any mere patriotic sentiment excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation unless knowledge is disseminated through our own Vernaculars."

বিশ্ববিদ্যালয়ে বঙ্গ ভাষার প্রবেশ অথবা পুনঃ প্রবেশ ব্যাপারের শুভ স্বস্তিবাচন এই সদাচার পূত ব্রাহ্মণের দ্বারা হইল।

পূজ্যপাদ স্যর গুরুদাস এখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। ইহার অল্প দিন পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্থাপিত হইল। পরিষদের (১৮৯৮ অব্দের ২৬শে আগষ্ট) তারিখের অধিবেশনে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও স্বর্গীয় রজনী কান্তগুপ্ত মহোদয় দ্বয়ের পত্রানুসারে পরিষদে প্রস্তাব উপস্থাপিত হইল যে, প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের গণিত, ভূগোল ও ইতিহাসের পরীক্ষা তাহাদের মাতৃভাষায় গৃহীত হউক; এবং এফ্ এ ও বি এ পরীক্ষায় সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষার পাঠ্য পুস্তক নির্দ্ধারিত হউক। এই প্রস্তাব উপলক্ষে তর্ক বিতর্ক হইয়া "অবশেষে স্থির হইল যে, মাননীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর, শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত ও শ্রীযুক্ত নন্দকৃষ্ণ বসু মহাশয় দিগকে অনুরোধ করা যাউক যে, তাঁহারা এ বিষয়ের অনুকূল ও প্রতিকূল পক্ষ প্রদর্শন পূর্ব্বক একটী নির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব পরিষদের নিকট উপস্থাপিত করুন। করিলে পরিষদ তৎ সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য বোধ করেন, তাহা করিবেন"।*

এই কমিটী একটী সর্কুলার পত্র শিক্ষানুরাগী প্রধান প্রধান ব্যক্তি দেখিয়া প্রায় ২০০ জনের নিকটে প্রেরণ করেন এবং তাঁহাদের উত্তর পাইয়া একটী রিপোর্ট পরিষদের সভাপতির নিকটে দাখিল করেন। (যাঁহারা সেই রিপোর্ট ও তৎসম্বন্ধীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি গণের অভিমত দেখিতে চান, তাঁহারা সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা দ্বিতীয় ভাগ, দ্বিতীয় সংখ্যার পরিশিষ্ট দেখিবেন।) উহা পরিষদে ১৩০২ সালের ৩০শে ভাদ্র তারিখের অধিবেশনে উপস্থাপিত হইলে স্থির হইল যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট্ সমীপে পত্র লেখা হইবে; এবং সেই পত্রের মোসাবিদা করিবার ভার স্যর গুরুদাস গ্রহণ করিলেন। ১৮৯৫ অব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে সেই চিঠি † বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিকটে প্রেরিত হইল।

পরবর্ত্তী বর্ষের মার্চ্চ মাসে ফেকাল্‌টি অব্ আর্টস্ এর অধিবেশনে স্বয়ং স্যর গুরুদাস ঐ আবেদন পত্র পেশ্ করেন, এবং বহু আলোচনার পরে এতদ্বিষয়ে কর্ত্তব্য নিদ্ধারণ কল্পে একটী কমিটি গঠিত করা হয়, তাহাতেও স্যর গুরুদাস

* সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, প্রথম ভাগ ২য় সংখ্যা ১২২ পৃষ্ঠ।

† সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, দ্বিতীয় ভাগ তৃতীয় সংখ্যা। ৩৯৯ পৃষ্ঠা।

ছিলেন। উপরি উক্ত ফেকাল্‌টির ১২ই ডিসেম্বরের অধিবেশনে কমিটি রিপোর্ট দাখিল করেন—তাহাতেও স্যর গুরুদাসের নাম সর্ব্বাদৌ দৃষ্ট হয়। আবার স্যর গুরুদাসেরই প্রস্তাবে এবং স্বর্গীয় নীলমণি মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের সমর্থনে উহা পরিগৃহীত হয়।

অবশেষে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে সিনেট্ সভাতে রায় শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে এবং স্যর গুরুদাসের সমর্থনে এই নির্দ্ধারিত হয় যে, এফ্ এ ও বি এ পরীক্ষায় বাঙ্গালা ভাষার রচনা পরীক্ষা গৃহীত হইবে, কিন্তু উত্তীর্ণ না হইলেও কাহারও এফ্ এ ও বি এ পাশের ব্যাঘাত হইবে না—উত্তীর্ণ হইলে সার্টিফিকেটে তাহা উল্লেখিত হইবে। লর্ড কর্জ্জনের আমলে যে ইণ্ডিয়ান ইউনিভারসিটি কমিশন গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে পূজনীয় স্যর গুরুদাস সভ্য ছিলেন। এই কমিশন যে রিপোর্ট দেন, তাহাতে আছে :—

"The vernacular languages should be introduced (as at Bombay) in combination with English as a subject for M. A. Examination. The M. A. Examination in the vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and scholastic study of the subject, The encouragement of such study by graduates who have completed their general course should be of great advantage for the cultivation and development of vernacular languages. * * * We hope that

the inclusion of vernacular languages in the M.A. course will give an impetus to their scholarly study. * * * We also think that vernacular composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course although there need be no teaching of the subject."

ইহাতে স্যর গুরুদাসের হাত স্পষ্ট দেখা যাইতেছে।

এই কমিশনের রিপোর্ট গভর্ণমেণ্ট্ অব্ ইণ্ডিয়ায় পেশ্ হইবার পরে ইণ্ডিয়ান্ ইউনিভারসিটিস্ এক্ট পাশ হয়; তার পরে ঐ রিপোর্ট এবং এক্ট অনুসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "নিউ রেগুলেশনস্" হয়।*

* "নব্যভারতে" (এবং "প্রবাসী" পত্রেও) এই প্রবন্ধাংশে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহোদয়ের কথা নানা স্থলে উল্লেখিত ছিল—তাহা এই প্রসঙ্গে অনাবশ্যক বলিয়া পরিত্যক্ত হইল।